হাটে হাঁড়ি

বা

(আদর্শ স্ত্রী)

(রঙ্গনাট্য)

[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক, এম-এ, বি-এল

প্রণীত

ডি, এম, লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

[প্রথম অভিনয় রজনী—বুধবার, ১০ই পৌষ
(বড়দিন), ১৩৩৬ সাল।]

পাঁচসিকা

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মুদ্রাকর—শ্রীসুপ্রসাদ চৌধুরী, ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৫।১এ, কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা—৯।

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় বন্ধু,

শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর

করকমলে

—সতীশ—

নিবেদন

প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে আমার লেখা নাটকের অভিনয় যদিও এই প্রথম নয়, যদিও চলচ্চিত্রাগারে (সিনেমায়) চিত্রাভিনয়ের সঙ্গে আমার খানকয়েক নাটক ইতিপূর্ব্বে অভিনীত হয়ে গেছে, তথাপি বিশুদ্ধ নাট্যাগারে আমার নাটকের এই প্রথম অভিনয়। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী মহাশয় আমাকে এই বাঞ্ছনীয় সুযোগটুকু দিয়ে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন এবং তজ্জন্য তিনি আমার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

১২ই পৌষ

১৩৩৬

গ্রন্থকার

ভূমিকা

সতীশচন্দ্র ঘটকের সাহিত্য সৃষ্টি

বাংলা সাহিত্যের যে-সকল প্রতিভাবান লেখক 'যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে' শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়াছেন, সতীশচন্দ্র ঘটক তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুর্লভ প্রতিভার এই কোরকটি আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যদি অকালে ঝরিয়া না পড়িত, তাহা হইলে পূর্ণপ্রস্ফুটিত পুষ্পগৌরবে আজ তাহা বাংলা সাহিত্যের একটাদিক সুরভিত ও সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিত, এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। কিন্তু সে কথা লইয়া নিষ্ফল আক্ষেপ করিবার পরিবর্ত্তে আজ যদি আমরা, অতি সংক্ষিপ্ত জীবনের মধ্যে সতীশচন্দ্র আমাদিগকে যেটুকু সম্পদ দিয়া গিয়াছেন, তাহার হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখি, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি আমাদিগকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ হইতে হয়। সাহিত্যের যে সামগ্রী তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছেন তাহা মুল্যবান, এবং এ পর্য্যন্ত সে মূল্যের অবনয়ন আরম্ভ হয় নাই।

এ কথার প্রমাণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ১৩৩৬ সালে, অর্থাৎ আজ হইতে বিশ বৎসর পূর্বে, **'হাটে-হাঁড়ি'** নামে সতীশচন্দ্রের একখানি রঙ্গনাট্য কলিকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। সেই নাটকখানিই সম্প্রতি

রঙমহল থিয়েটারে 'আদর্শ-স্ত্রী' নামে অভিনীত হইতেছে, এবং অভিনয়ের পর অভিনয়ে ঠিক ১৩৩৬ সালের মতই দলে দলে পরিতুষ্ট দর্শক আকৃষ্ট করিতেছে।

সতীশচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টিগুলিকে বিচার করিলে দেখা যায়, উচ্চাঙ্গের সাহিত্য এবং লোকপ্রিয় সাহিত্য একসঙ্গে রচিত করিবার কৌশল তিনি জানিতেন। লোকপ্রিয় সাহিত্য অনেক সময়েই দীর্ঘ-জীবী হয় না, কারণ যুগে যুগে লোকরুচি পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু লোকপ্রিয়তার সাহিত্য উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের রসায়ণ মিশ্রিত থাকিলে, সে রসায়ণ সাহিত্যের জীবনশক্তিকে বলিষ্ঠ করিয়া রাখে। সতীশচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে উক্ত রসায়ণের অভাব নেই।

সতীশচন্দ্রের রচনাবলী অধিকাংশই নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় উপস্থিত বাজারে তাহা কিনিতে পাওয়া যায় না। তদ্ভিন্ন, কয়েকটি রচনা আছে যাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিতই হয় নাই। এই উভয় শ্রেণীর লেখা প্রকাশিত করিবার কর্ত্তব্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সতীশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঘটক বাংলা সাহিত্যের পাঠক সম্প্রদায়ের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়
(সম্পাদক, 'বিচিত্রা')

হাটে হাঁড়ি

নাটকীয় চরিত্র

পুরুষ

গিরিজা—উকীল

সমীর—বিলাত ফেরত ডাক্তার

স্ত্রী

রঙ্গিণী—গিরিজার স্ত্রী

কাজল—গিরিজার ঝি

টেঁপারি—গিরিজার মেয়ে

নমিতা—সমীরের স্ত্রী

প্রস্তাবনা

রঙ্গিণীগণের গান

ঢাক্‌লে কি আর ঢাকা পড়ে গন্‌গনে আগুন ?
মুখ চাপলে খুন কি চাপে—সত্যিকারের খুন ?
আপনি সে যে দেয় গো ধরা
মিথ্যে তাকে গোপন করা
সত্যের কল হাওয়ায় নড়ে যিনিই যা বলুন।
লোকের কাছে বুক ফুলিয়ে
বেড়াও যতই চুলবুলিয়ে
দুদিন বাদেই প'ড়বে তোমার জোঁকের মুখে চূণ।

— ——

১ম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

অন্তঃপুরের কক্ষ। কাজল বঁটিতে করে তেঁতুল ছাড়াচ্চে। একখানা সাদা খাতা হাতে নিয়ে টেঁপারির দৌড়ে প্রবেশ।

টেঁ। কাজল দি, কাজল দি, শীগগির একবার দেখিয়ে দাও।

কা। কি দিদিমণি ?

টেঁ। সেই যে - সেই টে—আঃ তবু দেরী করে। দেখাও না — এক্ষুনি গাড়ী এসে পড়বে।

কা। ওঃ বুঝেছি। (হেসে) তা দেখো দিদিমণি এমন সাটে কথা যেন তার সঙ্গে বোলনা।

টেঁ। কার সঙ্গে ?

কা। যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

টেঁ। যাঃ। [প্রস্থানোদ্যত।

কা। (আঁচল ধরে টেঁপারিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে) রাগ করচো কেন দিদিমণি ?—কোন্ গানটা ?

টে। সেই যে—'তুমি সুমহান্'।

কা। আচ্ছা, রাত্তির বেলা যখন নিশুত হবে—

টেঁ। না, না, এক্ষুনি। আজ যে আমাদের প্রাইজ। আমি যে সেইখানা গাইবো।

কা। সেইখানা গাইবে !

টেঁ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, জানো না? হেডমিশ্ৰা আমার সেই গান শুনে খুব খুসী হয়েছে। বলেচে তুমি এইখানাই গেয়ো।

কা। আর সব মেয়েরা?

টেঁ। তারা গানের মিশার গান গাইবে। - সে এর কাছে কিচ্ছু নয় - গাও।

কা। তাই ত দিদিমণি—আচ্ছা এক কাজ করো, তুমিই গাও—যেখানে ভুল হবে আমি দেখিয়ে দোব'খন।

টেঁ। না, না,—ও দেখানোয় কখনো হয়?—গাও।

কা। (চারিদিকে চেয়ে) গাইবো? আচ্ছা শোন (গুন্ গুন্-স্বরে)

(গান)

তুমি সুমহান আমি অতি ছোট

টেঁ। গুন্ গুন্ করে কেন—? ভাল করে গাও।

কা। (হেসে) ভাল করে কি এখন - তোমার বাবা বেরোন্‌নি—মা জেগে আছেন—

টেঁ। ওঃ শুনতে পাবে তাই? কিছু শুনতে পাবে না। বাবা ওই ওদিককার ঘরে বসে খাচ্ছে, আর মা সেই সেদিককার রান্নাঘরে। গাও বল্‌চি। গাইবে না? তবে আর কোন দিন ও—

কা। কি কোনদিন ও?

টেঁ। কোনদিন ও—কোনদিন ও—আমার চুল বাঁধতে দোব না।

কা। (হেসে) ও বাবা! এত বড় শাস্তি—তার চেয়ে গেয়েই ফেলি—

(গান)

তুমি সুমহান্ আমি অতি ছোট
তুমি রবি আমি হিমকণা;
বুকের মুকুরে ছবি হয়ে ফোট
ধরিবারে নাহি বীরপণা।
দুঃসহ তব গৌরব জ্বাল,
সম্বর কিছু হে প্রিয়দয়াল,
চকিত দরশে ক্ষণিক পরশে
হরষে রহিব নিমগনা।
হাসো তুমি হাসো
ভালবাসো ভালবাসো
শত জনমের বিরহ বেদনা
অন্তর হতে নাশো;
নাশো সন্দেহ দ্বিধা লাজ ভয়,
সবলে পরাণ কর আসি জয়,
মূঢ় শঙ্কিত তনু কম্পিত
তা বলিয়া নাথ শিহর না।

টে°। আঃ কি মিষ্টি গলা তোমার কাজলদি। আমার ত অমন সাত জন্মেও হবে না—আমাদের গানের মিশারও নয়। আচ্ছা কাজলদি, তুমি কেন আমাদের গানের মিশা হও না। অনেক টাকা মাইনে পাবে। হবে? আমি হেডমিশাকে বলবো?

কা। ছিঃ দিদি!

টেঁ। কেন? অমন গলা নিয়ে তুমি ঝি হয়ে আছো কেন?

কা। আমার কপাল, দিদি।

টেঁ। ঐ ত তোমার দোষ। কথায় কথায় কেবল কপাল আর কপাল। তোমার মোটে চেষ্টা নেই। আচ্ছা তুমি গান শিখেছিলে কার কাছে?

কা। সে একজনের কাছে।

টেঁ। তার নাম কি?

কা। তার নাম আমার করতে নেই।

টেঁ। কেন?

কা। তার নাম আমি ভুলে গেছি।

টেঁ। সে কোথায়?

কা। (নিম্নস্বরে) ওই উপরে আর (বুকে হাত দিয়ে) এইখানে—

টেঁ। এ্যাঁ কি বল্লে?

(কাজল আঁচল দিয়ে চোখ মুছলে)

ওকি তুমি কাঁদচো কেন?

কা। কাঁদবো কেন? চোখে একটা কি পড়লো—

টেঁ। কৈ দেখি। (কাজলের চোখ দেখে) কিছু না ত। হুঁ, আমার সঙ্গে চালাকি। আমি সব বুঝেছি—

কা। কি বুঝেছ?

টেঁ। সে বল্‌বো কেন?—

কা। (হেসে)—এ নৈলে আর তোমায় দিদি বলি।

টে। তুমি লেখাপড়াও বুঝি তার কাছে—

কা। তুমি বেরিয়ে দেখো গাড়ী এলো কি না।

টে। বা রে, এসে বুঝি আর হরণ্ দেবে না?—তুমি লেখাপড়াও বুঝি—

কা। আচ্ছা তুমি যে প্রাইজ পাবে, কোন্ প্রাইজ পাবে?

টে। বা রে, জানে না যেন। কাল বলিনি?

কা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েচে—সেকেণ্ড প্রাইজ—। তা তুমি যে প্রাইজ পাবে তোমার বাবাকে বলেছ?

টে। কখন বল্‌বো? বাবা যে বাড়ীই ছিল না। খুঁজে খুঁজে শেষে মাকেই বল্লুম।

কা। মাকে বল্লে! মা কি বল্লেন?

টে। মা? মা তখন ভাতের ফ্যান গালছিল, বল্লে যা যা; পেরাইজ না স্বর্গে বাতি—মিন্‌সে মেয়েটাকে গোল্লায় দিলে। আয় গতরখাগী ফ্যান গাল্‌বি আয়। আমি ছুট্‌টে পালিয়ে গেলুম।

কা। (হেসে) যাও, তোমার বাবাকে বলে এসগে।

টে। এখন? নাঃ।

কা। কেন? তিনি শোনেননি—শুন্‌লে কত—

টে। হ্যাঁ শোনে নি আবার। মা এতক্ষণ খুব শুনিয়ে দিচ্চে।

কা। (হেসে) প্রাইজ এনে কিন্তু তোমার বাবাকে দেখিয়ো।

টে। দেখানো পর্য্যন্ত থাকলে তো। মা না আগে থেকেই মটাৎ করে দেয়। এবার কিন্তু খুব একটা ভাল পুতুল দেবে।

সে এমন আশ্চর্য্যি যে শোয়ালেই চোখ বোজে। আমি এনেই তোমার কাছে দোব। তুমি লুকিয়ে রেখো, কেমন?

কা। আচ্ছা—

টেঁ। তারপর বাবাকে যখন একটু আড়ালে পাবো—তা কখনই বা পাবো? বাবা যে ঠিক দুবার বাড়ীতে আসে, একবার খাবার সময়, একবার শোবার সময়।

(কাজলের মৃদু হাস্য)

টেঁ। হাস্‌চো কেন কাজলদি?

কা। তোমার চারুপাঠের আগ্নেয়গিরির কথাটা মনে পড়ে গেল।

টেঁ। কেন?

কা। এম্‌নি।

টেঁ। এম্‌নি তো হাস্‌চো কেন? বল্‌বে না? ওঃ বুঝেচি, মা হচ্ছে আগ্নেয়গিরি।

কা। (চম্‌কে) ছিঃ দিদিমণি।

টেঁ। হ্যাঁ, মুখ দিয়ে আগুনের স্রোত বেরোয়—সেই ভয়ে বাবা কাছে ঘেঁসে না।

কা। তোমার এত বুদ্ধি, তুমি ফাষ্ট হলে না কেন?

টেঁ। হতুম তো, যদি না ইংরাজীতে কম পেতুম। তুমি যদি ইংরাজী পড়াও বলে দিতে পারতে।

কা। আমি যে তোমার পড়া বলে দিই তা যেন কাউকে বোল না। বলনি তো? বল্লে আর কোন দিনও—

টেঁ। না না তা কখনো বলি? আমি বুঝি আর বুঝি না। মা

টের পেলেই তোমায় তাড়িয়ে দেবে। বল্‌বে কাজ নেই অমন বিদ্বান ঝিতে।

কা। চুপ্—চুপ্—তাই।

টে`। মা খুব লোক তাড়াতে পারে। জানো কাজলদি, তুমি আসবার আগে আমাদের বাড়ীতে কত ঝি-চাকর এলো আর গেলো—যে খুব টিক্‌লো সে সাত দিন। আচ্ছা, তুমি কি করে এই তিন মাস আছ?

কা। আমার যে আর যাবার জায়গা নেই দিদি।

টে`। কোথাও নেই?—

কা। না—

টে`। তোমার বুঝি আর এখন কেউ নেই?

কা। তোমরা আছ।

টে`। আমরা না থাক্‌লে তোমার কেউ থাক্‌তো না?

কা। না।

টে`। তুমি কি করে আমাদের বাড়ী এলে?

কা। পাঁচজন শত্তুরে তাড়িয়ে আন্‌লে।

টে`। শত্তুর! তোমার! তারা ত ভারি দুষ্টু। তাদের দেখিয়ে দিও—আমি বড় হলে তাদের—

কা। কি করবে?

টে`। কি করবো? কি করবো?—পুড়িয়ে দোব—

কা। তাহলে এই মুখখানাই পুড়িয়ো। এইটেই আমার সবচেয়ে বড় শত্তুর।

টেঁ। যাঃ কি বলে—মুখ বুঝি আবার—

কা। সে তুমি বুঝবে না দিদি—তোমার মাকে যেন এর একটি কথাও—

টেঁ। তা কখনো বলি?—আচ্ছা হ্যাঁ কাজলদি, মা যদি তোমায় তাড়িয়ে দেয়, তাহলে কি হবে?

কা। জানি না দিদি।

টেঁ। তাহলে আমি কার কাছে শোব, কার সঙ্গে—

(টেঁপার চোখ ছল্ ছল্ করতে লাগ্‌লো)

কা। (টেঁপার চোখ মুছিয়ে) ভয় নেই দিদি, মা আমায় তাড়াবেন না—

টেঁ। তাড়াবে না? তুমি জানো? তাহলে তুমি নিশ্চয় কিছু জানো?—হ্যাঁ নিশ্চয় কিছু—তাই মা এক একবার তাড়াতে যায়—আবার পারে না—বলো না কি জানো?

কা। কি আর জানি?

টেঁ। বলবে না? আচ্ছা মা কালীর দিব্যি যে না বলে—

কা। তুমি দিদিমণি ভারি দুষ্টু—কি জানি শুন্‌বে? জানি তোমার বাবা খুব ভাল মানুষ—আমি গেলে তোমারো যেমন কষ্ট হবে—তাঁরও তেম্‌নি—তুমিত এখনো তেমন যত্ন করতে শেখোনি।

টেঁ। এই বুঝি?

কা। হ্যাঁ দিদি—। তোমার ও গানটা এবার হয়েচে ত?

টেঁ। হবে না আবার? এক জায়গায় ভুল ছিল, মনে মনে ঠিক

করে নিয়েছি। আর সে গানখানা ত ঠিক আছেই।

কা। কোন্‌খানা ?

টে়ঁ। ওই যে দেশের গান।—যেটা গোড়াতেই শিখিয়েছিলে।

কা। সেখানাও গাইবে বুঝি ?

টে়ঁ। হ্যাঁ, হেডমিশ্রা সেখানাও গাইতে বলেচে। শুন্‌বে ?

(গান)

তুমি মা বঙ্গ-জননী মোদের চির আরাধ্যা ধন্যা।
ঈশা খাঁ প্রতাপ কীর্ত্তিচাঁদের প্রসূতি বলিয়া গণ্যা।
স্তন্য তোমার অমিয়ার ধার শস্যে সলিলে ঝরে অনিবার,
পান করি বীর সন্তান বুকে ডেকেছে তেজের বন্যা।
ব্যাঘ্র তোমার বাহন জননী লেহিছে চরণ কুম্ভীরে,
ভীষণ প্রখর পদ্মার বীণা বাজে বামকরে গম্ভীরে,
রাজপুতানার অগ্রজা তুমি ভারতমাতার কন্যা।

কিছু ভুল হয়নি ?

কা। না দিদি। তোমার গান শুন্‌লে ভুল নিজেকে ভুলে যায়। তবে একটা কথা বদ্‌লে নিয়ো। রাজপুতানার অগ্রজা আছে না ? বোলো রাজপুতানার সহোদরা।

টে়ঁ। কেন ?

কা। অনেক বাঙালী আছেন যাঁরা বাংলার চেয়ে রাজপুতানাকে বেশী ভালবাসেন। তাঁরা আবার রাগ করবেন।

টে়ঁ। ও, তবে দাঁড়াও—(খাতা খুলে কিছু লিখ্‌তে লাগ্‌লো)।

কা। গানের যেন একখানা খাতাও বাঁধা হয়েচে ?

টেঁ। হ্যাঁ এইখানা সাম্‌নে রেখে গাইবো, নৈলে হঠাৎ যদি ভুলে যাই।

কা। তা এ যে খুব চমৎকার পুরু কাগজ—এ কাগজ কে দিলে ?

টেঁ। শুন্‌বে ? মার কাছে খাতার পয়সা চাইলুম। মা বল্লে—'পয়সা দেবে না আরো কিছু—বাড়ীতে পয়সার গাছ আছে। ঐ যে মেজের ওপর এক তাড়া সাদা কাগজ দেখা যাচ্ছে, ওই নিয়ে যা।'

কা। এ তোমার বাবার দরকারী কাগজ নয় তো ? এই যে এক খানার কোণে কি লেখাও রয়েছে। তোমার বাবাকে দেখিয়ে নিয়ো কিন্তু—

টেঁ। হ্যাঃ বাবাকে আবার কি দেখাবো ? তুমি ভাবচো বাবা বক্‌বে ? ইস্‌ মা দিয়েচে, বাবাকে আর বক্‌তে হয় না।

(নেপথ্যে মোটর গাড়ীর হর্‌ণের শব্দ)

ঐ—ঐ গাড়ী এসেচে।

[দৌড়ে প্রস্থান।

কা। বোধ হয় দরকারী কাগজ নয়। মা কি আর জেনে শুনে দিয়েচেন ? কিন্তু বিশ্বাসও নেই—

(চোগা চাপকান পরে গিরিজার প্রবেশ)

গি। ও কাজল—কাজল !

কা। কি বাবা !

গি। আজ কি পান সেজেছিস্‌ ? (গালে হাত দিয়ে) একেবারে

কা। চূণে গাল পুড়ে গেছে ?

গি। গেছে বল্লে গেছে। এ কি পান সেজেছিস্ ?

কা। আমি ত সাজিনি বাবা, মা সেজেছেন।

গি। মা সেজেছেন ! মাকে সাজতে দিলি কেন ?

কা। কি কর্ব্বো বাবা ? তিনি বল্লেন—'তুই তেঁতুল ছাড়া'।

গি। তেঁতুল ছাড়া ! এদিকে আমার যে দফা—এঃ।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

র। বলি কি মরণদশায় তোমাকে ধরেচে। একরাশ পিণ্ডী পাতে চটকে রেখে এসেছ ? থাকতুম কাছে ত গলায় গেদে দিতুম। সেদ্দ করতে কষ্ট হয় না—না ? আহাহা—রাসের সঙের মত মুখ সিটকে দাঁড়িয়ে রইলো দেখো। কি হয়েচে তোমার ?

গি। না হয়নি কিছু—এই পানে একটু খয়ের কম হয়েচে।

র। কম হয়েচে ত কি হবে ?

গি। না একটু খয়ের—

র। এনে দিতে হবে ? আবদারে আর বাঁচি না। খয়ের খাবেন তাও এনে দিতে হবে। কেন ? তোমার কি পায়ে পক্ষাঘাত হয়েচে, না হাতে কুড়িকুষ্ঠ—?

কা। ওমা ! ওমা, তুমি রাগ করচো কেন ? বাবা তো তোমায় আনতে বলেননি, আমায় বল্‌ছিলেন, (গিরিজার প্রতি) দাঁড়াও বাবা আমি এনে দিচ্ছি।

র। খবরদার হারামজাদী, নড়বি ত পা ভেঙ্গে দোব। ঠাটের দরদ। নাড়ী কটুমটিয়ে উঠলো। বলে মার পোড়ে না, পোড়ে মাসীর, (গিরিজার প্রতি) দেখো ভাল চাও ত আগে কথার উত্তর দাও—ভাত ফেলে এলে কেন ?

গি। ভাত ? খেতে না পেরে ! ডালে যে আজ মোটেই নূন—

র। হয়নি ? তা কি কর্ব্বো ? না হয় ভুলেই গেছি। কেবল দোষ ধরতেই আছো যে ?

গি। (স্বগত) গুণ পেলে তো ধরবো।

র। তা ঝোলমাখা ভাত ফেলে এলে কেন ? ঝোলে ত আর নূন কম হয়নি।

গি। না তা হয়নি। দেখো গিন্নী আমার ভুল হয়েচে। ডালে ঝোলে মিশিয়ে নিলেই হতো।

র। তার মানে ?

গি। তার মানে হরেদরে ঠিক হয়ে যেতো। ডালের নূনটা ঝোলে পুষিয়ে দিয়েছ কিনা।

র। আহা, কথার ছিরি দেখোনা। দুবেলা রেঁধে গেলাচ্ছি, আবার খোঁটা দিয়ে কথা। ইচ্ছে করে মুখে নুড়ো—

কা। ওমা, ওমা, তোমার পায়ে পড়ছি, চুপ করো—বাবার মাথা ভাত আমি খাবো'খন—একটুও নষ্ট হবে না। (গিরিজার প্রতি) বাবা, কোর্টে যাবে ত যাওনা—বেলা হ'ল যে।

র। কাল থেকে নিজে রেঁধে খেয়ো—না হয় কাজল রেঁধে দেবে।

[কর কর করে প্রস্থান।

গি। মানুষের অসাধ্য হলেও চেষ্টা করে দেখতুম সে যে একেবারে কুকুরের—

কা। আমি কি জানি বাবা, জানলে এক গাঁট তেঁতুল দিয়ে আসতুম।

গি। ও তেঁতুলের এক গাঁটে কি হতো? সে যে ডালের এক গাঁট আর ঝোলের এক গাঁট—বাবা! সে গলা দিয়ে উঠতোনা। (গাল ধরে) এহেহে—

কা। এখনো সারেনি বাবা?

গি। সারে কখনো? আরো বাড়চে।

কা। আচ্ছা দাঁড়াও আমি আসচি—

[কাজলের প্রস্থান।

গি। গিন্নীর নাম হচ্ছে রঙ্গিণী—আমার শ্বশুর শাশুড়ী ঠিক নামটিই রেখেছিলেন, একটু চুক হয়ে গেছে—রাখা উচিত ছিল রণরঙ্গিণী। (পকেট হাতড়ে) কাগজগুলো গেল কোথায়? এই রে—ও কাজল, কাজল!

(বাটী হাতে কাজলের প্রবেশ)

কা। এই যে বাবা। এই সরসের তেলের উপর হাই ছাড়তো। সব চুণ খসে পড়বে 'খন।

গি। আর খসে পড়বে 'খন। আগে কাগজ কি হলো দেখ।

কা। কি কাগজ?

গি। এক তাড়া সাদা ডেমি। তার মধ্যে আবার একখানা ওকালতনামা, কালিতে নাম লেখা। যা, শীগ্‌গীর খুঁজে দেখ।

কা। (স্বগত) যা ভয় করেছি তাই। (প্রকাশ্যে) সে কি খুব দরকারী কাগজ?

গি। দরকারী নয়? আজ জবাব দাখিল করতে হবে। ওঃ পকেট ছিড়েচে, তাই ত বলি। যা, যা, ঘরেই পড়ে আছে –

কা। বাবা, সে কাগজ দিয়ে বোধ হয় টেঁপু খাতা বেঁধেচে।

গি। এ্যাঁ কি সর্ব্বনাশ! সে কাগজ তাকে দিলে কে?

কা। মা অত বুঝতে পারেননি—মাটিতে পড়ে ছিল দেখে—

গি। তোর মার জ্বালায় আমি যাবো কোথায়? নিয়ে আয়—খাতাই নিয়ে আয়।

কা। সে খাতা নিয়ে টেঁপু ইস্কুলে গেছে।

গি। তবেই হয়েচে, আমার মাথাটি খেয়েচে। এতক্ষণ হয় তো লিখে ফেল্লে। ওরে ডেমি না হয় কিনে নিতে পারতুম, ওকালতনামা পাবো কোথায়? মক্কেল যে দেশে চলে গেছে।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

র। কি, অমন ষাঁড়ের মত চেচাচ্চো কেন?

গি। না, চেঁচাচ্ছি আর কৈ? তুমি তুমি—

র। কি, আমি করিচি কি? তোমার বুকে বসে দাড়ি উপড়েছি না তোমার পাকা ধানে মৈ দিয়েছি—।

গি। (স্বগত) ধান আর দাড়ি গেলে ত ফের গজাতো (প্রকাশ্যে) বলছিলুম কি আমার পকেটটা ছিঁড়ে—

র। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝিছি। সেলাই করতে হবে ত? সে আমি

পার্ব্বো না—ছিঁড়বেন উনি, সেলাই করবো আমি ; কেন ? আমি ত আর তোমার দরজী নই।

গি। না, না, সেলাই কাজলই কর্ব্বে এখন—কিন্তু—

র। কেন ? কাজল কর্ব্বে কেন ? আমি ভাত রাঁধতে পারি, আর সেলাই করতে পারি না ? মোটা ছুঁচ দিয়ে ভাঁড়া সেলাই খুব পারি। তা আমি ত আর সবজান্তা নই—পকেটের মধ্যে বসেও ছিলুম না। জানবো কি করে যে ছিঁড়েচে ?

গি। আচ্ছা সে এর পরে করো, এখন বলছিলুম কি এই পকেট দিয়ে গলে—

র। কি মহামূল্য জিনিষ পড়বে ? কি কচুপোড়া রোজগার করো ? দু আনা চার আনা আজ ট্যাঁকেও গুঁজে আন্তে পার্ব্বে---

গি। (স্বগতঃ) পেণ্টুলানের সে ট্যাঁক নেই। (প্রকাশ্যে) দেখো আমার কতকগুলো কাগজ—

র। কাগজ, কাগজ—ঐ তোমার এক বাই। কোথায় ঘরে আল্‌না থাকবে, দেরাজ থাকবে, ছবি থাকবে, তা না. তাড়া তাড়া কাগজ। কাল থেকে ঘুটে না কিনে ঐ কাগজ দিয়ে উনুন ধরাবো।

গি। আরে সে আমার বড্ড দরকারী কাগজ—

র। কিসের দরকারী ? নোটও নয়, কোম্পানীর কাগজও নয়। যাও যাও, [illegible] [illegible] এখন, নাইতে যাও।

গি। আরে! বলতেও দেবে না নাকি? আমার মকর্দ্দমার কাগজ পকেট ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে আর তাই দিয়েছ তুমি টেঁপাকে খাতা বাঁধতে।

র। বটে! চোখ রাঙানী আমার উপর! এতদূর বেড়েচ। আচ্ছা দেখো সব কাগজ পোড়াতে পারি কি না—তোমার সামনে পোড়াবো।

[প্রস্থানোদ্যত।

কা। মা—মা!

র। আ মর্ লক্ষ্মীছাড়ী—পিছনে ডাকা। চোর উকীলের ওকালতি। ওর হয়ে একটা কথা বলবি তো—তোর মত অনেক আস্তাকুঁড়ের জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে বার করেচি।

কা। তুমি কেন কষ্ট করবে মা? আমিই এনে দিচ্ছি—

গি। এঁ্যা কাজল তুইও?

কা। নিশ্চয়। আপনি কেন মাকে বকলেন? ভুল চুক কি মানুষের হয় না? মা না হয় ভুলেই দুখানা কাগজ টেঁপাকে দিয়েচেন, তাই বলে কি—আমি সব কাগজ আন্‌বো—তার পর মা'র পোড়াতে মায়া হয় ত আমি পোড়াবো।

গি। ওরে আমাকে যে তাহলে জেলে দেবে।

কা। দেয় দেবে, কি কর্ব্বো? মিছিমিছি মাকে বকা!

[প্রস্থানোদ্যত।

র। কাজল, ও কাজল, শোন্—

কা। না আমি শুন্‌বো না।

র। শোন্ মা, আমি ডাকৃচি শোন্। (কাজল ফিরে দাঁড়ালে) এবারটা না হয় থাক্। (গিরিজার প্রতি) কিন্তু তোমায় বলে দিচ্চি শোনো, ফের যদি আমার সঙ্গে মুখে মুখে—

কা। মা যেন খড়ের আগুন—যেমন দপ্ করে জ্বলা তেম্নি খপ্ করে নেবা। আচ্ছা মা তুমি এত শীগগির ঠাণ্ডা হও কি করে?

র। কি করে? তুই আর ক'দিন দেখ্ছিস্? আমি চিরটা কাল এমনি সহ্য করে আস্চি।

কা। এ নৈলে আর বামুনের মেয়ে।

র। (গিরিজার প্রতি) কি, অমন হাড়গিলের মত চোখ বের করে রইলে যে? ঐই বলে দিচ্চি শোনো, কাজল ঝি-গিরি করুক্ আর যা-ই করুক্—আমার খুব বিশ্বাস, নিহাৎ ছোট লোকের মেয়ে নয়।

গি। সে আমি জানি।

র। ছাই জানো? জান্লে আর ওর সঙ্গে তুই-তোগারি করো?

গি। তুমি করনা?

র। আমার সঙ্গে জোড়া তোমার? তুমি পুরুষ মানুষ না?

গি। (স্বগতঃ) সেটা সন্দেহে দাঁড় করাচ্চো (প্রকাশ্যে) ও মেয়ের মত বলেই—

র। মত! কিসের মত? বাঘ বেরালের মত বলেই, বেরাল হয় না'কি? হাজার হোক্ একটা সোমত্থ বয়েসের—মেয়ে—ওসব ভালো দেখায় না।

গি। কিন্তু কাজল—

র। ফের কথা কইচো? তোমার লজ্জা ঘেন্না নেই। আর কেউ হলে আসবঁটি দিয়ে নাক কাণ কাটতো।

[ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান]

গি। বাব্বা! একচোট হয়ে গেল যেন মহীরাবণের পালা।

কা। আর একটু হলেই ত সর্ব্বনাশ হয়েছিল বাবা।

গি। বুঝেছি তুই যে করে বাঁচিয়েছিস্।

কা। কিন্তু বাবা সে কাগজগুলো ত বাঁচাতে পারলুম না। এমন ভুলও করেছি। আমার একবার মনে হয়েছিল কাগজগুলো দরকারী। যদি টেঁপুর হাত থেকে কেড়েও রাখতুম। আচ্ছা বাবা আমি দৌড়ে ইস্কুলে যাবো?

গি। এঁ্যা তুই! না, না, সে কি হয়?

কা। কেন বাবা, তুমি সেই করারের কথা ভাব্‌চো? তা এ ত আর তুমি আমায় পাঠাচ্চো না, আমি নিজে যাচ্ছি।

গি। তা হোক্—তুই বাড়ীতেই থাক্—তুই বাড়ী ছাড়া হলে আমার কেমন ভয় করে—গিন্নী কোন্ সময় কি করে বসে। তাকে ঠাণ্ডা করতে এক তুই ছাড়া—হয়েচে, আমিই আগে ইস্কুলে গিয়ে তারপর আদালতে—হ্যাঁ. সেই ঠিক—দরজা বন্ধ কর্।

[গিরিজার প্রস্থান]

কা। যার ঘর নেই, ভগবানই তার ঘর মিলিয়ে দেন্। বাবা মা বোন্ সবই আবার হলো। সংসারে থাক্‌তে কি মায়ার বাঁধন এড়াবার জো আছে?

২য় দৃশ্য

পিছনে সারি সারি ঘর, সামনে প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দায় এককোণে একটি টেব্‌ল্‌ হার্ম্মোনিয়ম্‌—মাঝখানে একখানি গোল টেবিল। টেবিলের তিনদিকে তিন খানি চেয়ার পাতা। সমীর একখানি চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়চেন, তাঁর পরনে ঢিলঢিলে পায়জামা। নমিতা চায়ের বাটিতে চা ঢেলে কেট্‌লি নাবিয়ে রাখলেন এবং সমীরের দিকে চায়ের বাটি এগিয়ে দিলেন।

স। (অন্যমনস্কভাবে চায়ের বাটি তুলে মুখে ঠেকিয়ে) এঃ নমিতা—একটু জুড়ালে দিতে হয়—একেবারে ঠোঁটটা—

ন। (হাসতে হাসতে) তুমি যে দিতেই সুরু করবে, তা কি জানি?

স। বাঃ বাঃ তুমি হাস্‌চো! আমার গেল ঠোঁট পুড়ে, আর তুমি—কোথায় কষ্ট হবে তা না হাস্‌চো?

ন। (আরো হেসে) কষ্ট হলে বুঝি আর হাসতে নেই? যাতে হাসি পায় তাতে পায়ই—চাপা যায়?

স। ছেঃ—এই হচ্ছে বেশী লেখাপড়া শেখার ফল। তুমি যদি বি-এ পাশ না করতে কখ্‌খনো হাসতে না। অর্থাৎ আমি দেখতে পাচ্ছি যে পতিভক্তিই বল, আর ভালবাসাই বল—

ন। লেখাপড়া শিখ্‌লে কমে? তা কি করবো! যা শিখে ফেলেছি তার তো আর চারা নেই।

গান

চায়া নেই চায়া নেই হয়েছি নাচার,
লেখাপড়া শিখে প্রেম করেছি পাচার।
আগে যদি জানতাম ক খও না শিখতাম,
দিতাম শুধুই বড়ি গড়িতাম আচার।

স। আবার হাসির গান!

ন। কি করবো? কান্নার গান যে মনে এলো না, আচ্ছা বছর-খানেক আগে যখন আমরা শিলং-এ থাকতুম, তখন একদিন আমি কি করেছিলুম মনে পড়ে? তুমি কেবলই আমার বুক দেখ্‌তে, কেননা তোমার মাথায় ঢুকেছিল আমার বুকের অসুখ। তাই একদিন তোমার ডাক্তারি ছুরি দিয়ে তোমার ষ্টেথিস্‌কোপটাকে কুচি কুচি করে কেটেছিলুম—মনে পড়ে? তুমি ত দেখেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লে—সে যে সে ষ্টেথিস্‌কোপ নয়, বিলেতে পড়বার সময় অনেক টাকা দিয়ে কেনা—বোধ হয় চোখের কোণ দিয়ে জলও বেরিয়ে পড়েছিল। আমি তখন কি করেছিলুম? ধরেও তুলিনি, চোখের জলও মুছিয়ে দিইনি। উল্‌টে এমন হাসি হেসেছিল্‌ম যে আর একটু হলে দম আট্‌কে যেতো। ব্যস্‌, তুমিও আর রাগ নয়, দুঃখ নয়, আমারি মতন খিল্‌ খিল্‌ করে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে। কৈ তখন তো মনে হয়নি যে আমি তোমায় ভালবাসি না।

স। হয়নি কেন, তাই ভাবচি।

ন। আমি বল্‌ব কেন হয়নি? তখন গিরিজাবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়নি। তাঁর মুখে রোজই তাঁর আদর্শ স্ত্রীর কথা শোনা হয়নি।

স। তুমি যে আদর্শ স্ত্রী কথাটা একটু ঠাট্টার সুরে বললে? দেখো যে জিনিষের চেয়ে তোমরা অনেক নীচুতে, তাকে নিয়ে ঠাট্টা কোরনা। এতে মনে হয় তোমরা কোনদিনও সে জিনিষ হতে পার্কে না।

ন। তা তো পার্ব্বোই না। আমরা রক্ত-মাংসের মানুষই থাকবো —মাটির মানুষ কোনদিনই হতে পার্ব্বো না। আর সাত চড়ে আমাদের মুখ দিয়ে দু'একটা কথা বেরোবেই বেরোবে।

স। নাঃ তুমি দেখচি ক্রমশঃ—

ন। চিকিৎসার বাইরে চলে যাচ্ছি?

স। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন দৃষ্টির বাইরে যাও।

ন। (সমীরের গা ঘেসে দাঁড়িয়ে) হয়েচে? না আরো কাছে যাবো?

স। তুমি দেখচি ক্রমশঃ অবাধ্যও

ন। কৈ অবাধ্য হলুম-? তুমিই ত একদিন বলেছিলে, মানুষ দু'রকমে দৃষ্টির বাইরে যায়- এক খুব দূরে গেলে, এক খুব কাছে এলে।

স। হুঁ, একে কি বলে জানো? একে বলে দুষ্টুমি।

ন। তা হবে, আমি অত নাম টাম জানি না।

স। এর ঔষুধ হচ্ছে

ন। মনে পড়চে না? আচ্ছা, বই দেখে নাও। কোন্‌খানা আনবো?

স। অসম্ভব, অসাধ্য।

ন। কখ্‌খনো না। এর মধ্যেই হাল ছাড়বে? নেপোলিয়ান্‌ বলেছিলেন—

স। রেখে দাও তোমার নেপোলিয়ান্‌

ন। গিরিজাবাবু বলেছিলেন—

স। কি বলেছিলেন?

ন। (স্বগতঃ) এর বেলায় কাণ খাড়া, (প্রকাশ্যে) বলেছিলেন অনেক চেষ্টাকয়ে তবে আদর্শ স্ত্রী গড়েচেন।

স। ফের আদর্শ স্ত্রী—ফের ঐ নিয়ে ঠাট্টা?

(গিরিজার প্রবেশ)

গি। কি হচ্চে সমীর বাবু?

স। এই যে গিরিজা বাবু, আস্থন, আস্থন।

ন। (একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে) বস্থন।

গি। (বসে) আমি আপনাদের দাম্পত্য আলাপে বাধা দিলুম না তো?

স। হ্যাঃ দাম্পত্য না আরো কিছু। (নমিতার প্রতি) দাও, এক কাপ চা ঢেলে দাও।

(নমিতা এক কাপ চা ঢেলে গিরিজার দিকে এগিয়ে দিলেন)

গি। আপনিও বস্থন, আপনিও এক কাপ—

ন। (বসে) আমি খেয়েছি।

গি। সমীর বাবুর আগেই? বেশ, বেশ।

স। ওই বলে কে—বুঝেচেন গিরিজাবাবু, পশ্চিমে হাওয়া, পশ্চিমে হাওয়া।

(চায়ের বাটিতে চুমুক দিলেন)

গি। হাঃ হাঃ হাঃ—যাবে, যাবে।

(চায়ের বাটিতে চুমুক দিলেন)

ন। চলুন না পূবের ঘরে গিয়ে বসি। ওঁর পশ্চিমে হাওয়ায় কষ্ট হচ্চে।

স। থাক্, থাক্, আমার কষ্ট আমিই বুঝবো।

ন। আচ্ছা গিরিজাবাবু, আপনার স্ত্রী লেখাপড়া জানেন?

গি। এঁ্যা লেখাপড়া? হ্যাঁ—তা—

স। সে কলেজী লেখাপড়া নয়—দস্তুরমত ওঁর কাছে বাড়ীতে—কেমন তাই নয়?

গি। হ্যাঁ, তাই তো। দিনের বেলা সময় পান্না, রাত্রে বিছানায় শুয়েই, এটা কি, ওটা কি, সেটা কেন—

স। শুনচো? ফষ্টিনষ্টি পাশ কথা নয়—শেখবার ইচ্ছে কত।

ন। আপনাকে তাহলে ঘুমোতে দেন্না বলুন।

গি। এঁ্যা ঘুমোতে? আমাকে?

স। আঃ তা দেবেন না কেন? সে বিবেচনা তাঁর যথেষ্ট আছে।

গি। আছেই তো। যেই একটি হাই তুলেছি—ব্যস্ চুপ।

ন। আপনার মেয়েকে বোধ হয় তিনিই পড়ান্?

গি। নয়তো কি মাষ্টারে? রামঃ—আমি রাখতে চাইলে কি হয়? তিনি হাত দিয়ে হাতা-বেড়ী চালাচ্চেন, মুখ দিয়ে পড়া বলে দিচ্চেন।

ন। আর মন দিয়ে আপনার কথা ভাবচেন?

গি। হ্যাঃ, হ্যাঃ, তা বোধ হয় মিথ্যে বলেন নি—

ন। শক্ত মকর্দ্দমা পড়লে বোধ হয় তিনি আপনাকে পরামর্শও দেন্?

স। আঃ নমিতা তোমার একটুও বুদ্ধি নেই। তিনি অনধিকার চর্চ্চা করেন না। তুমি যেমন এক এক সময় আমার সঙ্গে ডাক্তারী নিয়ে তর্ক করো। তিনি বুদ্ধিমতী।

গি। এই, এই মিষ্টার রায়—বুদ্ধিমতী। এত বুদ্ধি যে এক এক সময় আমাকে থ' করে দেয়। আজ আমার একতাড়া ডেমি কাগজ খুঁজে পাচ্চি না—পকেটে রেখেছিলুম, গেল কোথায়—গিন্নী এসেই বল্লেন নিশ্চয় পকেট ছিঁড়ে পড়ে গিয়েচে। পকেটে-হাত দিয়ে দেখি ঠিক তাই।

ন। কাগজগুলো আর পেলেন না?

গি। পেলুম বৈ কি কিন্তু সে-ও তাঁরই জন্যে। আমি ঘর উটকে বেড়াচ্চি, তিনি চট্ করে বল্লেন—নিশ্চয় টেঁপু নিয়ে খাতা বেঁধেচে—সে আজ নতুন ক্লাসে উঠ্‌বে নতুন খাতার দরকার পড়েচে। গেলুম তার ইস্কুলে দৌড়ে—দেখি ঠিক তাই।

ন। এ তো আপনার মেয়ের ভারি অন্যায়—আপনার স্ত্রী তাকে শাসন—

গি। ওরে বাব্বা! ও কথা আর বল্‌বেন না। আদর করতেও যেমন, শাসন করতেও তেম্‌নি। ভাল কাজ করেচে কি কোলে টেনে নিয়ে চুমু, আর মন্দ কাজ করেচে কি একেবারে পিঠের চামড়া—

ন। সেটা কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি—(সমীরের প্রতি) তুমি কি বল?

স। (মাথা চুল্‌কে নাঃ তা—তিনি মাত্রা ছাড়াবার লোক ন'ন্।

গি। অর্থাৎ আমি কথার কথা বল্‌ছিলুম—সত্যি সত্যিই কি আর পিঠের চামড়া--পারতপক্ষে তিনি গায়ে হাত দেন্‌না, বলেন ওতে ছেলেপুলেদের—

স। বাড কমে যায়।

গি। এ্যাই, এ্যাই—ঠিক ওই কথাই—বাড় কমে যায়। তাঁর বেশীর ভাগ শাসনই চোখে। এমন কট্‌মট্‌ করে চাইলেন যে মেয়ে ত মেয়ে—

ন। আপনি শুদ্ধ কাঁপতে লাগলেন?

গি। হ্যাঁ প্রায় তাই বৈকি।

ন। আজ তা'হলে আপনাদের অদৃষ্টে খুব কাঁপুনি আছে বলুন।

গি। নাঃ সে পথ আমি মেরে দোব। বাড়ীতে গিয়েই তাঁকে বল্‌বো, একটা মিথ্যে কথা যদিও, যে বেড়ালে মুখে করে নিয়ে গিয়েছিল।

ন। বেরালে! সে কথা তিনি বিশ্বাস করবেন?

গি। হাঃ হাঃ মিসেস্ রায়—

স। এ তোমরা নও নমিতা, তোমরা নও। উনি যদি বলেন যে কাল ইয়ে হবে—অর্থাৎ কি বলবো?

ন। পশ্চিম দিকে সূর্য্য উঠবে?

স। বেশ, তাই যদি বলেন, তা হলেও খুব সম্ভব—কি বলেন গিরিজাবাবু?

গি। হ্যাঁ খুব সম্ভব কেন, নিশ্চয়ই।

স। কাল পশ্চিম দিকেই সূর্য্য খুঁজবেন।

গি। একদিন খুঁজেও ছিলেন।

ন। তাই নাকি? ধন্য তিনি। অবশ্য গিরিজাবাবু যখন বলচেন তখন সন্দেহ করবার কিছুই নেই, কিন্তু আমাদের এম্‌নি বেয়াড়া মন যে যেন বিশ্বাস করেও করতে পারচি না।

স। দেখো, তিনি হচ্ছেন খাঁটি হিন্দুস্ত্রী—আর বিশ্বাসই হচ্ছে হিন্দুধর্ম্মের মূলমন্ত্র। এ কালের মেয়েরা বিশ্বাস হারিয়েই ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েচে।

ন। ধর্ম্মভ্রষ্ট! ও বাবা, কেন একালে জন্মেছিলুম? আচ্ছা গিরিজাবাবু আপনার স্ত্রী বুঝি খুব সেকেলে?

গি। সেকেলে! হ্যাঁ—না—তবে—

স। তিনি একাল আর সেকালকে নিজের মধ্যে মিশিয়েছেন—কেমন এই তো?

গি। একেবারে মুখের কথাটি কেড়ে নিয়েচেন। তিনি একাল আর সেকালকে নিজের মধ্যে মিশিয়েচেন—আর এমন সুন্দরভাবে মিশিয়েচেন—

ন। (নিম্নস্বরে) যেন কুইনাইন আর চিনি।

গি। এঁ্যা কি বল্লেন ?

ন। বল্‌চি, একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝতে পারতুম।

গি। দৃষ্টান্ত! দৃষ্টান্তের অভাব কি ? এই ধরুন তিনি তেলও মাখেন, সাবানও মাখেন।

ন। আলতাও পরেন, জুতোও পরেন, গোবরও ছড়ান্‌, ফেনাইলও ছড়ান্‌ ?

গি। আপনি আশ্চর্য্য হচ্চেন কিন্তু—

ন। কিন্তু আপনার চা'টা জুড়িয়ে যাচ্ছে—

(গিরিজা চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে মুখ ঈষৎ বিকৃত করলেন)

একেবারে জল হয়ে গেছে বুঝি ?

গি। জল! না জল অবশ্য হয় নি, তবে—

(বাটি নাবিয়ে রাখলেন)—

স। ভাল তৈরি হয় নি আর কি।

গি। (চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে) হুঁ, তাইত; এতক্ষণ কথায় বার্ত্তায় ছিলুম, বুঝতে পারি নি।

স। নাঃ নমিতা, চাটুকু করবে তাও এই রকম ?

ন। কি রকম ? মিষ্টি হয়নি, না কড়া হয়েচে ?

স। সে ঠিক বোঝানো যাচ্চে না, মোদ্দা দার্জ্জিলিং টির যেমন হওয়া উচিত—

গি। তেমন ফ্লেভারটা হয়নি।

স। কি করে হবে? হেলায় শ্রদ্ধায় করলে কোন কাজই ভাল হয় না। ওঁর আজকাল বড়ই—

ন। তার মানে? চা কি রোজই খারাপ হয়? যদিই আজ দৈবাৎ—

স। ঐ দৈবাৎ টকুই বা হয় কেন?

ন। দৈবাৎ টুকু হয় দৈবাৎ এর জন্যেই—দৈবাৎ মানেই তাই।

স। ঐ দেখুন দোষ স্বীকার করে? এতে কখনো শোধরায়?

ন। (হেসে) শোধরায় না? আচ্ছা করচি দোষ স্বীকার, (কাণ ধরে) দোষ হয়েচে, দোষ হয়েচে, দোষ হয়েচে।

স। দেখলেন—হাসি, ঠাট্টা—লজ্জা কি অনুতাপের চিহ্নমাত্র দেখচেন?

গি। দেখুন, তবে আর না বলে পারলুম না—আপনারা হয় ত মনে কর্বেন, আমি স্ত্রীর প্রশংসা করচি—কিন্তু কথাচ্ছলে না এসে পড়লে বলতুমই না।

স। বলুন, বলুন, শুনেও সুখ।

গি। আজ ডালে একটু নূন কম হয়েছিল বলে তিনি কেঁদেই আকুল। আমি যত বলি, আরে কাঁদ কেন! দৈবাৎ হয়ে গেছে বৈ ত নয়,—শোনেন না—কেবল আঁচলে চোখ মোছেন আর বলেন—আজ তোমার ভাল করে খাওয়া হল না।

স। শোনো নমিতা শোনো।

ন। কাণ আছে আর শুনবো না? আচ্ছা গিরিজাবাবু, কেন ডালে নূন কম হলো?

স। চুপ করুন গিরিজাবাবু, এর উত্তর আমি দিচ্চি। তুমি দেখাতে চাচ্ছো যে দৈবাৎটা তাঁরও হয়। কিন্তু তাঁর দৈবাৎ আর তোমার দৈবাৎ এ ঢের তফাৎ—কেননা তাঁর দৈবাৎই দৈবাৎ, তোমার দৈবাৎ নয়।

ন। তা ত বটেই—কেননা তিনি হচ্চেন গিরিজা বাবুর স্ত্রী, আর আমি তা নই।

স। আঃ তা কেন? তিনি দৈবাৎ-এর জন্য দুঃখিত। তাঁর দোহাই দিয়ে নিজের দোষ কাটানো তোমার মোটেই সাজে না।

ন। বাঃ তুমি যে উল্টো বুঝচো। আমি কি জানি না যে তাঁর দোহাই দেওয়া আমার সাজে না? আমি এম্‌নি জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলুম।

স। কিন্তু কেন এম্‌নি জিজ্ঞাসা করছিলে? একটা উদ্দেশ্য ত আছে।

ন। দেখুন গিরিজাবাবু, এ রকম জেরা কি ঠিক? ধর আমি জানতে চাই তিনি রাঁধেন কেমন।

স। ওঃ রাঁধেন কেমন। এ আবার তুমি জিজ্ঞাসা করচো?

গি। হ্যাঃ হ্যাঃ, তা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, মোদ্দা সে কি আমার মুখে বলা ভাল শোনাবে? তবে এইটুকু জেনে রাখুন তিনি শুক্‌তো রাঁধলে মনে হয় মাংস।

ন। (নিম্নস্বরে) আর মাংস রাঁধলে মনে হয় শুক্‌তো?

স। আঃ নমিতা, তুমি কি বল্‌তে চাও? তুমি কি বল্‌তে চাও

যে তোমার মাংস রান্না যতই ভাল হোক্‌, তাঁর রান্নার কাছে লাগে ?

ন। তুমি কি তাঁর রান্না খেয়েছ নাকি ?

স। না খাইনি, কিন্তু শুনেই বুঝতে পারচি। বলুন্‌ গিরিজাবাবু বলুন্‌।

গি। সেদিন সন্ধ্যার সময় মাংস রাঁধছিলেন, আর আমার মনে হলো রান্নাঘরের কানাচে একটা লোক দাঁড়িয়ে। পাচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, লোকটা নড়েই না—ভাবলুম চোর নাকি ? গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম 'তুমি কেহে বাপু ?'—উত্তর দিলে 'আজ্ঞে গ্র্যাণ্ড হোটেলের বাবুর্চ্চি'।

ন। বলেন কি এমন সুগন্ধ বেরিয়েছিল ! আচ্ছা তবে যে আপনি ভারতবর্ষে একটা কবিতা লিখেছিলেন 'আজিকে খেয়েছি আমি পাঁঠার পাচন,' সে কার রান্না খেয়ে ?

গি। সে—সে—ঠিক মনে পড়চেনা—বোধ হয় আমার নিজের রান্না খেয়ে।

স। যাক্‌ নমিতা, ওঁকে আর বকিও না—সবে আদালত থেকে আসচেন। ওঁকে বরং একখানা গান শুনিয়ে দাও।

ন। আমার গান আর উনি কি শুনবেন ? ওঁর স্ত্রী নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভাল গান্‌।

গি। না, না, তাতে কি হয়েচে ? গান গাইতে গাইতেই ভাল হয়। আমার স্ত্রী যখন প্রথম গাইতেন তখন তিনিও আপনারই মত—গান্‌, গান্‌।

(নমিতা হাসতে হাসতে গিয়ে টেবল্ হার্ম্মোনিয়মে বসলেন)

(গান)

ন। কে গো তুমি দূরে, লহ দূরে,
অতি নিকটের আপন জনে,
হৃদয়-ভাঙানো সুরে।
ক্ষণে ক্ষণে, তিলে তিলে,
চিরপরিচিত বাঁধনগুলি
শিথিল করিয়া দিলে,
অজানা আঁধারে জানারে কেবলি
হারাইয়া মরি ঘুরে।

গি। এই ত বাঃ—কালে আপনার গলাও বেশ দাঁড়াবে।

স। আমারও সেই ধারণা—কেবল যদি দুষ্টুমি অর্থাৎ হাল্কামি ভাবটা ছেড়ে দিয়ে চেষ্টা করে—গাও, আর একখানা গাও।

ন। আর গাইতে ইচ্ছে করচে না।

(হার্ম্মোনিয়ম্ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন)

স। ক'রবে এখন ইচ্ছে—গাও।

ন। (হেসে) পরকে ফরমাস্ করা খুব সোজা। গাইতে বুঝি আর কষ্ট হয় না?

স। এই দেখুন, কেমন অছিলে ধরলে। কষ্ট হচ্চে—এর উপর আর কথা চলে না।

গি। হ্যাঃ হ্যাঃ, তা বটে। দেখুন্, এইরকম ঘটনা একদিন আমার বাড়ীতেও হয়েছিল। একখানা গান গেয়েই বল্লেন—'গলা চিরে গেছে'। আমি বল্লুম—'তবে থাক্—কিন্তু শুন্‌তে ইচ্ছে করছিল'। ব্যস্, আর বলতে হল না। চেরা গলাতেই ফের ধরলেন। আরো চিরতে লাগলো—চেরা স্বুর বেরোতে লাগলো—থামেন না—শেষে মুখ চেপে ধরে থামাতে হলো।

স। শোনো নমিতা শোনো। তুমি কি কষ্ট দেখাচ্চো? তাঁর গলা চিরে রক্ত বেরিয়ে গেল, তবু—

ন। রক্ত আবার কোথায় বেরুলো—উনি ত তা বলেননি।

স। কি গিরিজাবাবু রক্ত বেরোয়নি?

গি রক্ত? হ্যাঁ, তাও বোধ হয়—না, বোধ হয় কেন সত্যই বেরিয়েছিল—এতক্ষণে মনে পড়ে গেল। তার পরদিন পিকদানির ভিতর দেখি একডেলা টকটকে তাজা রক্ত।

ন। (হেসে) তার পরদিনও টকটকে! (সমীরের প্রতি) কি গো তোমার ডাক্তারী শাস্ত্রে কি বলে?

স। আঃ নমিতা তুমি কেবল খুঁৎ ধরতেই আছো। খুব সম্ভব ওর মনে নেই, জমাট কালো রক্তই দেখেছিলেন।

গি। তা হতে পারে—সে অনেকদিনের কথা তো।

(নমিতা মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপতে লাগলেন, শেষে না পেরে বাড়ীর ভিতর চল্লেন)

গি। কি, আপনি চল্লেন নাকি?

ন। না, এই আসচি—একটু দরকার আছে।

[নমিতার প্রস্থান।

স। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) গিরিজাবাবু, আপনাকে হিংসে হয়—আপনিই সুখী।

গি। সুখী ! হাঃ হাঃ, তা বল্‌তে পারেন, কেননা চাণক্যই বলেচেন—পৃথিবীতে ছ'টি সুখের জিনিষ আছে, তার মধ্যে প্রধানটি হচ্চে 'প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ'।

স। কিন্তু প্রিয়া ত সব স্ত্রীকেই বলে।

গি। ওইটেই ভুল। সব স্ত্রী প্রিয়া নয়। প্রিয়া হচ্চে শুধু সেই যে প্রিয় কাজ করে আর প্রিয় কথা বলে।

স। যা বলেচেন।

গি। দাঁড়ান্, এর ব্যাখ্যা আছে। প্রিয় কাজ করে মানে কি ? স্বামীর ইচ্ছাতেই ইচ্ছা—কখনো স্বামীর অবাধ্য হয় না। স্বামী যদি বলেন তুমি হার্টফেল্ করে মরো, সে হার্ট ফেল্ করেই মরবে !

স। বাঃ বাঃ—কিন্তু তা কি—

গি। শুনে যান্। আর প্রিয় কথা বলে। প্রিয় কথা বলে মানে কি ? 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'। সে সত্য কথাও বলে, প্রিয় কথাও বলে, কিন্তু না বলে অসত্য প্রিয় কথা, না বলে অপ্রিয় সত্য কথা।

স। কিন্তু সত্য কথা অপ্রিয় হলেও ত বলা উচিত।

গি। হাঃ হাঃ মিষ্টার রায়—ধরেচেন ঠিক। স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর

শ্রেষ্ঠ বন্ধু। 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ—অপ্রিয় কথা বল্‌বে বৈ কি, কিন্তু এমন ভাবে বল্‌বে যে আর অপ্রিয় থাকবেনা, একেবারে প্রিয়। বুঝলেন না? আচ্ছা, আমি নিজের কথা দিয়েই বলি। এক সময় একটু আধটু ড্রিঙ্ক করতুম। গিন্নিই আমাকে ছাড়ালেন—কিন্তু কি করে? কখনো বলেননি তুমি মাতাল, তুমি আমার ঘরে ঢুকো না কি আমার সঙ্গে কথা বোল না। তিনি যা বল্‌তেন সে শ্রেফ মিষ্টি কথা, শ্রেফ একটু আদর, শ্রেফ একটু অভিমান, শ্রেফ এক ফোঁটা চোখের জল। ব্যস্‌ এমন ঘেন্না হয়ে গেল মদের উপর, যে একেবারে গোমাংস।

স। আপনার স্ত্রী দেবী, তাঁকে পূজো করতে ইচ্ছা করে।

গি। করেই তো। কর্‌তে দিলে আমিই করতুম। মল্লিনাথের টীকায় পড়েছিলুম—'কান্তাসম্মিততয়া উপদেশযুজে', সে কথার মানে বুঝলুম বিয়ের পর। গুরুমশায় উপদেশ দেন চোখ রাঙিয়ে, সে হচ্চে নীরস শাস্ত্র, আর স্ত্রী উপদেশ দেন চোখ ঢুলিয়ে সে হচ্ছে মধুর কাব্য।

স। আপনার স্ত্রীই একখানি কাব্য।

গি। হাঃ হাঃ সমীরবাবু—কিন্তু কেন কাব্য? প্রিয়বাদিনী বলে। প্রিয়বাদিনীর এক মানে যেমন প্রিয় কথা বলে, আর এক মানে তেম্‌নি মিষ্টভাষিনী। অর্থাৎ আপনি বল্‌লে বিশ্বাস করবেন না।

স। খুব বিশ্বাস করবো, বলুন।

গি। কথা তো নয় যেন মধু ঝরচে।

স। আহা হা!

গি। আর তা যাদের না ঝরলো, তারাই কটুভাষিণী।

স। উঃ!

গি। তা হলে আজ এখন উঠি। তিনি আবার বেশী দেরী হলে বড্ড ভাবিত হন।

স। না, না, তাঁকে কিছুতেই ভাবিত করবেন না, কিন্তু—আচ্ছা গিরিজাবাবু—

গি। বলুন।

স। কি করে আপনার স্ত্রী এমন হলেন?

গি। ট্রেণ করতে হয়েচে।

স। কি করে ট্রেণ করলেন?

গি। সে কি এক কথায় বলা যায়? ট্রেণ করতে জানা চাই।

স! ট্রেণ করলে আমার স্ত্রীও—

গি। আমার স্ত্রীর মতই হবেন। জানেন তো কি করে পেট্রুসিয়ো ক্যাথেরাইনকে ট্রেণ করেছিল। আর না করেন তো ক্রমে এমনও হয়ে যেতে পারেন, যাকে চলিত কথায় বলে দজ্জাল, খাণ্ডার।

স। ও বাবা! বলবেন না, শুন্‌লেও ভয় করে।

(উৎকৃষ্ট সজ্জায় নমিতার প্রবেশ)

এই যে নমিতা। শুন্‌লে ত গিরিজাবাবুর স্ত্রীর কথা?

ন। রোজই শুন্‌চি।

স। শুনে কি মনে হয়? হতে পার্ব্বে ঐ রকম?

ন। তা বলতে পারি না, কিন্তু তাঁকে দেখতে ইচ্ছে হচ্চে। আচ্ছা গিরিজাবাবু, তাঁকে কেন একদিন এখানে আমুন না।

স। কেন? তাতে লাভ?

ন। বাঃ, না দেখলে শিখবো কি করে? এই যে তুমি রোগ চেনো, সে কি শুধু বই পড়ে, না পাঁচটা রুগী দেখেছ বলে?

স। তা অবশ্য মিথ্যে বলোনি; কিন্তু তিনি কি বাইরে বেরোবেন?

যি। বাইরে—তিনি—নাঃ—

ন। আপনি বল্লেও না? তবে তিনি কি রকম—

গি। আমি বল্‌লে অবশ্য—কিন্তু—

ন। আর তিনি ত একাল সেকালকে মিশিয়েচেন।

গি। তা অবশ্য মিশিয়েচেন, কিন্তু—

ন। এখনো কিন্তু? না গিরিজাবাবু, তাঁকে আপনার আনতেই হবে।

গি। আপনি বল্‌চেন বটে কিন্তু কি দেখবেন? নতুন কিছুই নয়—যা বল্লুম ঠিক তাই—

ন। ঠিক তাই বলেই ত দেখতে চাচ্ছি। কবে নিয়ে আসবেন বলুন।

গি। কবে? তাই ত। তাঁর কি আসবার সময় হবে? তাঁর একদণ্ড বাড়ী ছাড়া হলে চলে না। সমস্ত সংসারটি তাঁর হাতের উপর ঘড়ির মত চল্‌চে।

ন। এক ঘণ্টার জন্যে আন্‌লে আর ঘড়ির প্রীং কেটে যাবে না।

স। আচ্ছা নমিতা তুমি কেন জেদ করচো! তোমার ইচ্ছে হয় তুমিই ত গিয়ে দেখে আস্‌তে পারো।

ন। পারি? তবে চল, এখনি যাবো।

স। তাই বুঝি বেড়াবার পোষাক পরে বেরিয়ে এসেছ?

ন। নয়তো আবার কি? চলো। (গিরিজার প্রতি) আমরা যাচ্ছি গিরিজাবাবু, এক ঘণ্টার মধ্যে গিয়ে পৌছব। আপনি ততক্ষণ গিয়ে তাঁকে খবর দিন।

গি। কিন্তু—কিন্তু—তাঁর শরীরটা—

স। কি অসুস্থ নাকি? কৈ তা তো এতক্ষণ বলেন নি। তবে তো আমার যাওয়াই দরকার। দেখে ব্যবস্থা করে আসবো।

গি। না, না, অসুস্থ নয়—কিন্তু—

ন। বুঝেছি গিরিজাবাবু, বুঝেছি। আগে থাক্‌তে জান্‌লে মাংস টাংস তৈরী করে রাখতেন—তা কিছু দরকার নেই।

স। দরকার আছে বৈ কি নমিতা। মাংস না হোক্—বৌদির হাতের রান্না কিছু একটু খেতেই হবে—নিদেন একখানা কচুরি।

ন। হ্যাঁ, আমার রান্না খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে—লক্ষ্মীর হাতের অমৃত খেয়ে অন্ততঃ মুখটা বদ্‌লেও আস্‌তে পারবে।

গি। কিন্তু আমি বল্‌ছিলাম কি—আমার বৈঠকখানা তেমন— —কৌচ চেয়ার ত নেই।

ন। তক্তপোষ ত আছে, মাছুরও ত আছে।

স। আর তাঁর সামনে আমি এই বাঁদরের পোষাক পরে যাবো না, কাজেই জেবড়ে বসতে কোনই কষ্ট হবে না।

গি। আচ্ছা, আচ্ছা, কিন্তু হ্যাঁ দেখুন, আপনারা না গেলেই ভাল হয়, কেননা আমাদের পাড়ায় দু একটা 'পক্সে'র কেস্ হচ্চে।

স। সে জন্যে ভাববেন না; আমি ডাক্তার—আমার ও ভয় করলে চলে না—তবে নমিতা—

ন। আমি ডাক্তারের স্ত্রী—আমাকে দেখলে রোগ পালায়। আর না হয় এক ডোজ প্রিভেণ্টিভ ওষুধও খেয়ে যাচ্ছি। উঠুন গিরিজাবাবু উঠুন। (সমীরের প্রতি) নাও, নাও, কাপড় ছেড়ে এসো। (গিরিজার প্রতি) আপনি এগোন—আমরা গঙ্গার ধারে একটু হাওয়া খেয়েই যাচ্ছি।

গি। (উঠে দাঁড়িয়ে মাথা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে) তাইত! আচ্ছা—

[ধীরে ধীরে গিরিজার প্রস্থান

ন। (হাসতে হাসতে সমীরের হাত ধরে) এস না গো—বসে রইলে কেন? (সমীর আলস্য ছাড়লেন) তবু মোড়ামুড়ি ভাঙ্‌চো? দেবীদর্শন—শুভযাত্রা—দেরী করতে আছে?—এসো, এসো, এখন বয়াতে কুলোলে হয়।

[সমীরের হাত ধরে প্রস্থান।

২য় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

অন্ত:পুরস্থ কক্ষ

(রঙ্গিণী একটা মাছুরের উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন)

র। (চোখ মেলে হাই তুলে) ওমা, বেলা যে গেছে ! মুখে আগুন পোড়া স্থয্যির। এর মধ্যেই কাৎ হয়েচেন। জন্মের মত কাৎ হও, আর যেন না উঠতে হয়। (মোড়ামুড়ি ভেঙ্গে) আড়িতুষ্টি,—আমার সঙ্গে ! ইচ্ছেটা যে এখুনি গিয়ে ঘানিতে লাগি। বয়ে গেছে—এই আবার চোদ্দ পোয়া হলুম। (শুয়ে পড়ে) ও কাজল, কাজল ! সাড়া দেয় বুঝি। ও বেলা ছুটো মিষ্টি কথা বলেছি কিনা, একেবারে মাথায় উঠেচেন। ওদের কথনো নাই দিতে আছে ? বাঁকানো বেত ছাড়লেই সোজা। গামছাকেও ছুবেলা আছড়াতে হয়। ওরে ও কাজলী, ও পোড়ারমুখী, ও হাড়জ্বালানী, তুই আছিস্ না মরেছিস্ ?

(কাজলের প্রবেশ)

কা। মা আমায় ডাকচো ?

র। আহা হা ডাকচো ! ন্যাকা মাগী। কাণে খিল গু'জে বসেছিলো।

কা। কি করতে হবে মা ?

র। মরি মরি যেন তবিস্ময় খুসী হয়ে বর দিতে এলেন।

কা। একটু পা টিপে দোব ?

র। এঃ, সে কোনদিন দিলে না, উনি দেবেন। বলে সব করলে —হ্যারে, মিন্‌সে ফিরেচে, না—না ?"

কা। এখনো ফেরেন নি।

র। ফেরেনি ? বজ্জাত আর কাকে বলে ? কোর্ট থেকে এক চোট আড্ডা না মেরে বাড়ী ফিরবে না। যেন বাইরে থাকলেই বাঁচে। তারপর বাড়ী আসবে তাও চোরের মত—গলা খাক্‌রিটা কুও দেবে না। তারপর যদিই বা টের পেলুম, এ ঘর থেকে পালিয়ে ও ঘরে, ও ঘর থেকে পালিয়ে সে ঘরে। কেন, এতই যদি পালিয়ে বেড়াবার সাধ, বিয়ে করেছিলি কেন ? আমার কি কোন সাধ আহ্লাদ, কোন দাবী দাওয়া নেই ? প্রাণভরে যে দুটো নাটা ঝাম্‌টা দোব, তাও দিতে পার্ব্বোনা ?

কা। (হাসি চেপে) উনুন ধরেচে মা।

র। ধরেচে ত কি হবে ?

কা। বাবার জলখাবার—

র। ছাই খাবার। এলে উনুনের ছাই তুলে দিস্। আর দেখ্‌, আমি শুলুম, আমায় ডাকিস্‌নি। তোদের ত না বলে দিলে হয় না, হাম্বা হাম্বা জুড়বি। আঃ, শুলেই মানুষ বাঁচে।

কা। শুধু শুধু উনুন জ্বলবে ?

স। কেন শুধু শুধু জলবে? সস্তার কয়লা নাকি? নিভিয়ে রাখ্‌গে যা।

কা। নিভিয়ে!

র। হ্যাঁ হ্যাঁ—তুই যে আকাশ থেকে পড়্‌লি। আজ আর হেঁসেলে যাবো না।

কা। তা হলে রাত্রের রান্না—

র। হবে না, পার্ব্বো না। দু'চারখান্‌ রুটী বেলে সে'কে রাখগে যা। ঐ রুটী আর ওবেলাকার ওলের ডাল্‌না আছে, বাপবেটীতে খাবে।

কা। আর কিছু নেই?

র। আবার কি হাতী ঘোড়া থাকবে? ছিল একটু দুধ। তার আদ্ধেকটকুন খেয়ে আর আদ্ধেকটুকু রেখেছিলুম ওদেরি জন্যে—তা তাই দিয়ে মিন্‌সের বাপের শ্রাদ্ধ হয়েচে।

কা। ঢেলে পড়ে গিয়েছে বুঝি?

র। ঢেলে পড়বে কেন? অঢেল তো আর নয়। মিন্‌সে বেরাল পুষেচে জানিস্‌ না?

কা। বেরালে খেয়েচে?

র। খাবে না? সে কি'যে সে বেরাল। মিন্‌সেরই মতন বেহায়া। সবে পিছন ফিরেছি, আর অম্‌নি হুলো দিয়ে না ঢাকনা তুলে চক্‌ চক্‌ চক্‌—(মুখে চক্‌ চক্‌ শব্দ করলেন)

(কাজল ঈষৎ হেসে মুখ ফেরালে)

আ মর্‌ হাঁসকুড়ী—একগাল শসার বীচি বের করে ফেল্‌লি।

আমি কি তোর সঙ্গে রং তামাসা করচি? যা রুটী গড়গে যা। আর তুই কি খাবি? দুটী চিঁড়ে ভিজিয়ে গুড় দিয়ে খাস্ এখন—যা।

কা। তুমি?

র। আমি আর কিছু খাবো না, গলা বেয়ে অম্বল উঠচে, দোকান থেকে পোয়াটেক রসগোল্লা আনিয়ে—আর কি কর্ব্বো?

কা। তোমার যে মা আজকাল মাঝে মাঝেই অম্বল হচ্চে?

র। হবে না? চোখের মাথা খেয়ে দেখ্‌তে পাস্ না, কি খাটুনিটা খাটি। মুখ দিয়ে রক্ত উঠে যাচ্চে।

কা। (স্বগতঃ) খাটুনির মধ্যে ত মুখচালানো আর সাড়ে তিন জন লোকের রান্না, তাও সব জোগাড় দিচ্চি—আর ত কুটোটুকুও নাড়তে দিই না। (প্রকাশ্যে) তা আর দেখ্‌চি না মা। তুমি বলেই তাই পারচো। আর কেউ হলে পাকিয়ে দড়ি হয়ে যেতো।

র। ও মুখপুড়ী, তুই আমায় গালাগালি দিলি! আমার কি গতর দেখলি যে চোখ টাটিয়ে উঠ্‌লো? তুই পাকিয়ে দড়ি হ, তোর ভাতারপুত পাকিয়ে দড়ি হোক্।

কা। (স্বগতঃ) রক্ষে যে ভাতারপুত নেই, (প্রকাশ্যে) মা, আমরা হচ্চি গরীবের ঘরের মেয়ে—

র। গরীবের ঘরের মেয়ে! ছোটলোকের মেয়ে—

কা। হ্যাঁ ছোটলোকের মেয়েও বল্‌তে পারো। আমরা কি অত

হিসেব করে কথা বল্‌তে পারি? চেষ্টা করি তোমাদেরি মতন কথা বল্‌তে, তা মুখ ফস্‌কে হয়ে যায় অন্য রকম। তা হ্যাঁ মা একটা কথা বল্‌বো?

র। আর কি বল্‌তে বাকী রেখেছিস্? বল্ বল্ ছোট্টমুখে যা বড় কথা আসে বল্।

কা। আমার মনে হয়, তোমার অম্বল হয় কেবল রাগো আর—চেঁচাও বলে। ঐ দুটো যদি একটু থামাও মা।

র। আহাহা! আত্তি দেখিয়ে পিত্তি জুড়িয়ে দিলেন। বেশ করি রাগি, বেশ করি চেঁচাই। তোর বাবার খেয়ে রাগি, তোর মা'র খেয়ে চেঁচাই?

কা। কিন্তু চেঁচালে যে মা হজম হয় না, আর রাগ তো একটা বিষ।

র। কি বল্লি আবাগী, আমার শরীরে বিষ আছে? আমি সাপ?

কা। ওমা, ওমা, তা বল্‌বো কেন? ওমা, তোমার পায়ে পড়চি।

(রঙ্গিণীর পায়ে হাত দিলে)

র। (স্বগতঃ) গুণের মধ্যে মাগী রাগে না, (প্রকাশ্যে) ওঠ, ওঠ্—একটু মুখ সাম্‌লে কথা কোস্, নৈলে জানিস্ তো আমার—এই বাঁ পায়ের লাথি দিয়ে—(ঢেকুর তুলে) এই গলা জলে গেল। অম্বল হয় কি আর সাধে? ইচ্ছে করে এখানকার কাঁথায় আগুন দিয়ে—কোথায় গিয়ে হাড় জুড়োই।

কা। আচ্ছা মা তুমি কেন দু'চারদিন বাপের বাড়ী গিয়ে থাকোনা?

র আহাহা! কি কথাই বল্লেন। ছিষ্টিসংসার ওঁর হাতে তুলে

দিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি—আর উনি গিন্নীপণা করুন্।
কত সাধ যায়রে চিতে, মলের আগায় চুট্‌কি দিতে।

(গিরিজার প্রবেশ, হাতে একটা এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি)

র। কি এলে কেন? পেট জলেচে? আড্ডা দিয়ে পেট ভরলো না? আবার হাতে ওটা কি? টিনের হাঁড়ি। আহাহা! মেটে হাঁড়ির রান্না বাবুর পছন্দ হয় না, টিনের হাঁড়ি কেনা হয়েচে। দাও, দাও, ওতে আমি সুপুরী ভিজিয়ে রাখবো।

গি। তা রেখো, এখন এতে করে একটু মাংস এনেছি—

র। এঁ্যা, রাঁধা মাংস! হোটেলের?

গি। হ্যাঁ তোমাকে ছুঁতে হবে না, আমি নিজেই—

র। আহাহা—নিজেই! দেখি (উঠে গিরিজার কাছে গিয়ে) নীচু করোনা, (হাঁড়ির মধ্যে গলা বাড়িয়ে দেখে স্বগতঃ) গন্ধ বেরোচ্চে মন্দ নয়, (প্রকাশ্যে)—দাও, দাও।

গি। তুমি ছোঁবে?

র। আর ছোঁবার বাকি আছে কি? যখন বাড়ীতে এনেছ, তখন ছোঁয়াই হয়েচে। তোমার জন্য আমার জাতজন্ম—দাও।

গি। (রঙ্গিণীর হাতে হাঁড়ি দিয়ে) তা'হলে দু'খানা ডিসে করে—

র। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা জানি কিন্তু তোমার খানা থেকেই মেয়েটাকে একটু দিয়ো। এতও অদেষ্টে ছিল। কাল গঙ্গায় গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আসতে হবে।

গি। (স্বগতঃ) গিন্নী যে অন্য রকম বুঝচেন! (প্রকাশ্যে) ও মাংস আনলুম এইজন্যে যে—ওর নাম কি—আমার—আমার—দু'জন—

র। এঁ্যা, পরের জন্যে! কে দুজন? কোন বড় কুটুম? চুপ করে রইলে যে? মক্কেল নাকি?

গি। না, মক্কেল নয়—

র। তবে?

গি। (মাথা চুলকে) তবে—তবে—মক্কেলের চেয়েও—

র! বেশী দেবে? তা যদি দেয়—তাহলে না হয় এর আদ্ধেক টুকুন—কিন্তু এই বলে রাখচি শোনো—মক্কেল দেখেচি ঢের—দেবার বেলায় এই ঝিঞে। তারা এসেচে কি কুঁচো চিংড়ী।

গি। (স্বগতঃ) ও বাবা, বন্ধুরা যে উচ্ছেটাও দেবে না। তাদের ত তাহলে কাদা চিংড়ীও নয়। না, বন্ধুদের নামও করা হবে না।

র। (হাঁড়িটাকে কাছে রেখে শুয়ে পড়ে) যাও—যাও, দাঁড়িয়ে কেন? যখন আসবে তখন বোলো।

গি। তুমি কি শুচ্চো নাকি?

র। শোব না তো কি? আমি কি ঘোড়া যে দিনরাত্তির দাঁড়িয়ে থাক্‌বো?

গি। না, না, ঘোড়া হবে কেন? (স্বগতঃ) ঘোড়া হলে ত রাশ মানতে, (প্রকাশ্যে) এই—এই একটা কথা—বল্‌চি কি—যদি একটু কষ্ট করে উঠে দু'চারখান্ লুচি—

র। এঁ্যা, লুচি! ভাজতে হবে! কেন? কে তারা? ইষ্ট দেবতা না বড় লাট? একেবারে দাসী বাঁদী পেয়েচ? ফরমাস্ করলেই হল? যাও, যাও, কাজলকে দিয়ে—ছ'চারখান্ রুটী গড়াওগে।

গি। কিন্তু—কিন্তু, রুটী কি তাদের—

র। ফের কথা বল্‌চো? লুচি ভাজতে ঘি লাগে না, ঘি কিনতে পয়সা লাগে না, পয়সা আনতে কষ্ট লাগে না?

গি। (স্বগতঃ) সে কষ্ট তোমার না আমার? (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ তা লাগে বৈকি। কিন্তু—কিন্তু—আচ্ছা থাক্—না হয়, শুধু মাংসই (ছু'চার পা বাইরের দিকে এগিয়ে, স্বগতঃ) ও বাবা, যাচ্ছি কোথায়? তার কি করলুম? তারা যে এলো বলে। বল্‌বো? সাহস হচ্চে না যে। কিন্তু—না বল্লেও ত নয়—যা থাকে অদৃষ্টে (রঙ্গিণীর কাছে গিয়ে) দেখো রঙ্গিণী—এই—এই—রঙ্গন—

র। ওরে আমার রসের সাগর কচি নাগর—কোথায় ছিলে এ্যাদ্দিন?

গি। (কাজলের দিকে এক নজর চেয়ে নিয়ে) আঃ!

[কাজলের হাসি চেপে সলজ্জভাবে প্রস্থান।

র। রঙ্গন! বুড়ো বয়েসে প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে। জিরেন কাঠের রস ঝাড়চেন! মড়ার পায়ের তলায় বৃষকাঠ, মাথার উপর শকুন, আবার বলে কিনা রঙ্গন। ও-সব হবে না বল্‌চি। আমি কিছু করতে পারবো না।

গি। না, না, তোমায় কিছুই করতে হবে না—কেবল তারা এলে একবারটি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ো—এই এক মিনিটের জন্যে। ব্যস্, আর কিছু নয়।

র। কেন? কি জন্যে? আমার ছবি তুলবে নাকি? দেখো, আমি বাইজী নই।

গি। না, না, তা কি আর আমি জানি না! (স্বগতঃ) বাইজী হলে ত একটু রসকস থাক্‌তো। (প্রকাশ্যে) দেখো, তারা তোমায় একবারটি দেখ্‌বে মাত্র। তুমি না হয় ঘাড় নীচু করেই থেকো, যদি লজ্জা করে।

র। লজ্জা করে! আমি লজ্জাবতী লতা নই।

গি। (স্বগতঃ) রামঃ—তুমি বিছুটি লতা। (প্রকাশ্যে) তাহলে ওই একবারটি গিয়ে দাঁড়িয়ো। কথা টথা কিছুই বল্‌তে হবে না। কেননা কথা বল্‌তে গেলেই—তুমি হয় তো ঠিক পার্ব্বে না।

র। কথা বল্‌তে পার্ব্বো না আমি?

গি। না, না, তা পার্ব্বে না কেন। তবে আমার অনুরোধ যে কথাবার্ত্তার দরকার নেই। একটু মিষ্টি মিষ্টি হাসলেই হবে।

র। মিষ্টি মিষ্টি হাসবো আমি?

গি। ও বাবা, সে তুমি পার্ব্বেনা বটে। আচ্ছা—তা হলে—কাজ নেই বাইরে গিয়ে। তুমি বাড়ীর মধ্যেই থেকো, আমি যে করে হোক্—মোদ্দা কি যেন বল্‌ছিলুম—হ্যাঁ—ঘণ্টা খানেকের জন্যে একটু চুপ চাপ—

র। চুপচাপ থাকবো আমি ?

গি। অর্থাৎ কি না সাড়া শব্দ—

র। সাড়া শব্দ কর্বোনা আমি ? তার মানে ? দম বন্ধ হয়ে মরবো নাকি ? জানো, আমার জিভ কেটে গেল্লেও—

গি। (স্বগতঃ) হ্যাঁ, কাটা জিভ কথা কইবে। (প্রকাশ্যে) না, না, কথা বল্তে কি আর বারণ করচি, কেবল গলাটা বেশী তুলো না।

র। কেন তুলবো না ? আলবৎ তুলবো। আমি কি বিয়ের কনে যে ফিস্ফিস্ করে কথা কইবো ? (ক্রুদ্ধভাবে পাইচারী কর্তে কর্তে ক্রমিক উচ্চস্বরে) 'আমি চেঁচাবো, বাড়ী ফাটাবো, পাড়া মাথায় কর্বো। তোমার বাবার সাধ্যি থাকে—

(নেপথ্যে। গিরিজাবাবু আমরা এসেছি।)

গি। চুপ, চুপ, বন্ধুরা এসেছে। (জিভ কেটে স্বগতঃ) এই মাটি করেছি !

র। কি—কি—বন্ধু ! বন্ধুদের জন্য মাংস। বন্ধুদের জন্যে লুচি !

গি। আরে আরে করো কি ?

র। বন্ধুদের সাম্নে বেরোতে হবে ?

গি (স্বগতঃ) নাঃ যাই—কাছে থাক্লেই আরো—(দু এক পা এগিয়ে) কি বিপদেই—আজই না মজায়।

[গিরিজার প্রস্থান।

র। (হাঁড়ি তুলে নিয়ে) এই মাংস খাওয়াবে বন্ধুদের! ছুঁচোর গায়ে আতর!—সিকেয় তুলে রাখিগে।

[রঙ্গিণীর প্রস্থান।

২য় দৃশ্য

বৈঠকখানা ঘর। সতরঞ্চির উপর তাকিয়া পাতা। সমীর ও নমিতা বসে আছেন। অন্তঃপুর প্রবেশের পথে পর্দ্দা টাঙানো।

স। বোধ হয় শুনতে পাননি। আর একবার ডাকি।

ন। খুব শুনতে পেয়েছেন। তবে আমার মনে হচ্ছে,—বলবো?

স। ইচ্ছে না হয় বোলো না।

ন। রাগ করচো কেন? আমার মনে হচ্ছে, তাঁর আদর্শ, না, না, তোমার বৌদিদি একটু বেঁকে দাঁড়িয়েছেন।

স। বেঁকে দাঁড়িয়েছেন! তিনি বেঁকবার লোক ন'ন। তিনি সরল। তাঁকে তোমাদের মাপকাঠি দিয়ে মেপো না।

ন। তা বটে। আমাদের মাপকাঠিও ত বাঁকা।

(গিরিজার প্রবেশ)

গি। এই যে আপনারা এসেছেন।

স। দেখলে নমিতা, শুনতেই পাননি। হ্যাঁ, এই সবে আসছি।

'হ্যা আপনার এ ঘরটি তো—বাঃ, ছোটখাটোর মধ্যে বেশ একটু শ্রী—

গি। হাঃ, হাঃ, কি আর এমন। (স্বগতঃ) এসেই না আগে ঝেড়ে মুছে সাজিয়েছি।

ন। স্বয়ং শ্রী যে বাড়ীর গিন্নি সে বাড়ীতে তো—

স। বিশ্রী কিছুই থাক্‌তে পারে না।

(নেপথ্যে রঙ্গিণী। চেঁচাবো না আবার! বাড়ী ফাটাবো—)

ন। ও বিশ্রী চেঁচায় কে?

গি। ও কেউ নয়। তারপর আপনারা—হ্যাঁ—কি খবর বলুন। আজ কদিন থেকে বেশ একটু মেঘলা মেঘলা—আর উত্তর-পাড়ায় নাকি একটা নারী শিল্প সমিতি—

ন। তা হবে। আপনার মনটা যেন আজ একটু অস্থির—

গি। না কিছু না—আচ্ছা মহিলাদের জন্যে একখানা মাসিক-পত্র—

ন। আমাকে বের করতে বল্‌চেন? তা আমি খুব রাজী আছি, যদি আপনার স্ত্রী তার সম্পাদিকা হ'ন্।

গি। এ্যাঁ, আমার স্ত্রী! আচ্ছা—যাক্। তারপর সমীরবাবু—

(নেপথ্যে রঙ্গিণী। বন্ধু ঘাড়ে করে আনা হয়েচে। বলে, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।)

গি। আঃ! [প্রস্থানোদ্যত।

ন। ও কে কথা বল্‌চেন? আপনার স্ত্রী—

গি। আরে না, না, তিনি কখনো—ও শুন্‌বেন না।

ন। আমরা এসেছি বলে যদি তিনি—

গি। কি মুস্কিল! ও আমাদের একটা ক্ষেপাটে ঝি। ওকে থামানোই দেখ্‌চি—যাই একবার।

[প্রস্থানোদ্যত।

ন। (ঈষৎ হেসে) আর গিয়ে কি হবে?—যখন ক্ষেপাটে, তখন কিছু বল্‌তে গেলে হয় ত আরো ক্ষেপে উঠবে।

গি। হ্যাঁ, তা যা বলেছেন—

স। ওতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

গি। হবে না? আচ্ছা তবে (বসে)—আচ্ছা, সমীরবাবু উন্মাদ রোগটা আজকাল এত বেশী হচ্চে কেন বল্‌তে পারেন?

স। বেশী হচ্চে!

ন। হচ্চে বৈকি। তুমি ডাক্তারী করো, আর খবর রাখো না? এই ওঁর ঝি উন্মাদ হয়েচে—আর তার বকুনি শুনে শুনে কোন্ দিন উনিও না—

(বই ও পুতুল হাতে টেঁপারির প্রবেশ)

টেঁ। (দৌড়ে গিরিজার কাছে গিয়ে) বাবা, বাবা, কেমন প্রাইজ পেয়েছি দেখো।

গি। বাঃ বেশ, যাও।

টেঁ। তুমি দেখো ভাল করে। এই চোখ বুজে ঘুমুচ্চে—এই জেগে উঠ্‌লো।

গি। আচ্ছা, আচ্ছা, যাও।

টেঁ। না তুমি দেখচো কৈ ? আচ্ছা এইটে দেখো। কেমন টুকটুকে বই—আগাগোড়া ছবি। এটা পেয়েছি কি জন্যে জানো ? পড়ার জন্যে নয়। বলতো কি জন্যে ?

গি। ঐ—যে জন্যেই হোক—যাও।

টেঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ, পারলে না। গানের জন্যে।

ন। (গিরিজার প্রতি) এইটি বুঝি আপনার মেয়ে ? (টেঁপারির প্রতি) খুকি, এদিকে এস তো।

(টেঁপারি নমিতার কাছে গেল। নমিতা টেঁপারিকে কোলে টেনে নিলে)

ন। তুমি বুঝি খুব গান গাইতে পার ?

টেঁ। হুঁ—উঁ।

ন। আর কি পার ?

টেঁ। আর ? আর নাচতে পারি।

ন। নাচতেও পারো।

টেঁ। হুঁ—উঁ দেখবে ?

ন। দেখাও না।

টেঁ। তাহলে এইগুলো ধরো। (নমিতার হাতে বই ও পুতুল দিলে)

(গান)

লেখাপড়া শিখবো তবু হবনাক মেম।
খেলবো যত দিশি খেলা, খেলবো নাকো "গেম"।

পরবো শাড়ী শাড়ীর মত, চড়বো নাকো ঘোড়া ;
পথে ঘাটে বেরিয়ে কিন্তু হবও নাকো খোঁড়া ;
পুষবো পাখী, করব নাকো নোংরা কুকুর "টেম"।
করবো নাকো চাকরি বটে আপিস ঘরে গিয়ে,
করবো মানুষ ছোট ছেলে নিজের শেখা দিয়ে,
ঘুসির জোরে দুষ্টু লোকের আনবে মুখে "শেম"।

ন। বেশ, বেশ, খাসা মেয়ে! (গিরিজার প্রতি) আপনার মেয়েও দেখ্‌চি সেকাল একালকে মিশোতে চায়। (টেঁপারির প্রতি) তোমার নাম কি খুকি?

টেঁ। আমার নাম? টেঁপি, টেঁপা, টেঁপু, টেঁপারি।

ন। ও বাবা, চারচারটে নাম!

টেঁ। হ্যাঁ, ইস্কুলের নাম টেঁপারি, বাবা ডাকে টেঁপা, কাজলদি ডাকে টেঁপু, আর মা ডাকে টেঁপি। যাই কাজলদিকে দেখাইগে।

ন। কাজলদি কে? (গিরিজার প্রতি) আপনার ওই ক্ষেপাটে ঝি বুঝি?

টেঁ। বাঃ, ক্ষেপাটে হবে কেন?

গি। আঃ, তুমি কি বোঝ মা, কে ক্ষেপাটে, আর কে নয়?—যাও, বাড়ীর ভিতর যাও।

[টেঁপারির প্রস্থান।

স। উন্মাদ হচ্চে তার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ ওরি,

দ্বিতীয়তঃ, আজকালকার জীবনযাত্রাই হয়েচে এমন যে, নার্ভএর গোড়া ধরে ঝাঁকি দেয়—

গি। যা বলেচেন, এক এক সময় এমন ঝাঁকি দেয়—

ন। (ঈষৎ হেসে) যে মনে হয়, খসে পড়ি?

গি। এ্যাই, এ্যাই, মিথ্যা বলেন নি। এই জন্তেই ত—

ন। আগেকার লোকেরা পঞ্চাশ হলেই বনে পালাতেন।

স। ঠাট্টা নয় নমিতা। আজকাল রাস্তায় বেরোলেই এদিকে মোটর, ওদিকে ট্রাম।

গি। সেদিকে বাস্।

ন। (নিম্নস্বরে) আর বাড়ীতে ঢুকলেই এদিকে গিন্নী, ওদিকে মেয়ে, সেদিকে ঝি।

স। তার উপর এলকোহল খুব বেশী রকম চলেছে। সাবেক দিশী মদ ছিল ঢের ভালো।

গি। আর এলকোহল ধরলে ছাড়াও যায় না।

ন। যদি না আপনার স্ত্রীর মতন স্ত্রী থাকে।

গি। হ্যাঃ হ্যাঃ, শুনেছেন দেখ্ছি।

(টেঁপারির প্রবেশ)

টেঁ। বাবা, মা তোমায় বাড়ীর ভিতর ডাকচে।

গি। (উদ্বিগ্নভাবে) এ্যাঁ ডাকচেন! (সমীরের প্রতি) বোধ হয় জলে কর্পূর দেবেন বলে. কর্পূরের শিশিটা খুঁজচেন।

টেঁ। না, কর্পূর কেন, বল্‌চে—আজ তারই একদিন কি আমারি—

গি। আঃ, কেন গোলমাল করচো ? যাও।

[টেঁপারির প্রস্থান।

মেয়েটা বুঝতে পারেনি। খুব সম্ভব তিনি বলেচেন আজ তাঁরও একদিন, আমারো একদিন—অর্থাৎ আপনাদের মত লোককে বাড়ীতে পাওয়া একটা সৌভাগ্য ত বটে, (উচ্চস্বরে) দেখো, কর্পূর ফুরিয়ে গেছে—এঁরা খালি জলই খাবেন !

ন। আপনার স্ত্রী টের পেয়েচেন, আমরা এসেছি ?

গি। হঁ্যাঃ, তা আর পান্নি। এতক্ষণ এখানে আসতেনও, যদি না—যদি না—শুদ্ধাচারে থাক্‌তেন।

ন। শুদ্ধাচার !

গি। অর্থাৎ এসেই শুনলুম কি একটা ব্রত নিয়েচেন, যার জন্যে আজ অপবিত্র জায়গা মাড়াবেন না।

ন। আপনার এ ঘরটা কি অপবিত্র ?

গি। হঁ্যা তা কতকটা বৈকি—কেননা বৈঠকখানা ত। ছত্রিশ জাতের মক্কেল আসা যাওয়া করচে।

স। (নমিতার প্রতি জনান্তিকে) তার মানে বোধ হয় আমার সামনে বেরোবেন না। তা, তুমিই বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখা করে এসো।

ন। কাজেই।

(টেঁপারির প্রবেশ)

টেঁ। বাবা, মা বল্‌চে বন্ধুদের কি কোনো চুলোয়—

গি। আঃ—কেন বারবার—বল্‌চি বাড়ীর ভিতর থাকো গে।

[টেঁপারির প্রস্থান

ন। দেখুন গিরিজাবাবু—

গি। না, না, ও কিছু নয়। তিনি যা বলেচেন তা বুঝতে পেরেছি। সবশুদ্ধ দুটো উনুন কিনা—তার মধ্যে একটায় তিনি মাংস রাঁধচেন, আর একটায় ঝি কাপড় সিদ্ধ করচে। তাই খুব সম্ভব ঝিকে বলেচেন—ওটা জুড়ে রেখেছিস্ কেন, ছেড়ে দে। বন্ধুদের জন্যে কি কোনো চুলোয় লুচি ভাজ্‌তে পার্ব্বো না?

ন। ওঃ তাই নাকি? তা তাঁকে আর কষ্ট করে লুচি ভাজতে হবে না।

স। হ্যাঁ। ওই যা মাংস রাঁধচেন, ওই যথেষ্ঠ—

গি। আপনারা ত যথেষ্ঠ বল্‌বেনই—কিন্তু তাঁর কি মনের তৃপ্তি—

স। খুব হবে, যদি আপনি গিয়ে বলেন, কি বল নমিতা? যে আমাদের মনে এত বেশী জায়গা নেই—কি বল?

ন। হ্যাঁ, যে মাংসের তৃপ্তির উপরে আবার লুচির তৃপ্তি ধরাবো।

গি। হ্যাঃ হ্যাঃ—আচ্ছা তবে বলে আসি—

[প্রস্থানোদ্যত।

ন। চলুন—আমিও সঙ্গে যাই। (উঠে দাঁড়ালেন)

গি। এ্যাঁ—বাড়ীর ভিতর!

ন। হ্যাঁ—তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি গে—

(পর্দ্দার দিকে অগ্রসর হলেন)

গি। দাঁড়ান্, দাঁড়ান্—যাবেন না।

ন। কেন, কি হয়েচে ?

গি। কুকুর, কুকুর—ভয়ঙ্কর কুকুর।

ন। কোথায় কুকুর ?

গি। ঐ বাড়ীর ভিতরে যাবার গলির মধ্যেই।

ন। আপনার পোষা কুকুর তো ?

গি। পোষা হলে কি হয়। অচেনা লোক দেখলেই—

ন। কৈ, ডাক্‌চেনা তো!

গি। ডাক্‌বে কেন ? যারা কামড়ায় তারা ডাকে না। একেবারে গলার টুঁটি—

ন। (পিছিয়ে) ও বাবা! এমন কুকুর আপনি রেখেচেন ?

গি। কি করি চোরের ভয়ে—

ন। আপনাদের এদিকে কি চোরের উপদ্রব—

গি। না, হয়নি, হতে কতক্ষণ ? আপনি বসুন, আমি আস্‌চি।

(গিরিজার প্রস্থান। নমিতা দুচার সেকেণ্ড স্তব্ধ চিন্তাকুল ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন—পরে তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠলো।)

ন। এমন কুকুরও থাকে!

(পা টিপে টিপে পর্দ্দার দিকে এগিয়ে গেলেন)

স। কোথায় যাচ্ছো ?

ন। কুকুরটাকে একটু দেখবো।

স। দেখবে! তোমার সাহস ত বড় কম নয়—

(নমিতা ধীরে ধীরে পর্দ্দা সরাতে লাগ্‌লেন)

স। (ছুটে গিয়ে নমিতার হাত ধরে) এসো—কৌতূহলেরও একটা সীমা আছে।

ন। আর সীমা—(সহসা পর্দ্দা সরিয়েই আবার পর্দ্দা টেনে দিলেন এবং কৃত্রিম ভয়ের সুরে) ও বাবা! মস্ত কুকুর যে—একেবারে বাঘের মতন—বোধ হয় ম্যাষ্টিফ, বুলডগ আর ডালকুত্তো তিন মিশিয়ে—

(সহসা হেসে মুখে কাপড় দিলেন)

স। হাসচো কি?—এসো।

(হাত ধরে টেনে পর্দ্দার কাছ থেকে একটু সরিয়ে আনলেন)

স। রক্ষে যে তোমায় দেখতে পায়নি—এসো।

ন। না—ছাড়ো।

স। আচ্ছা নমিতা তোমার কি প্রাণের মায়াও—

ন। নেই। যখন দেবীদর্শন হলো না, দেবীর দুয়ারের প্রহরীর হাতেই প্রাণ দোব।

স। তার মানে কুকুর নেই?

(নমিতা উচ্চস্বরে হাসতে লাগ্‌লেন)

(নেপথ্যে রঙ্গিণী। বন্ধু! আমি বন্ধু ফন্দু মানি না।)

ন। (স্বগতঃ) গড়াবে মন্দ নয়। (প্রকাশ্যে) শুন্‌লে? শুন্‌লে তোমার বৌদি কি বল্‌চেন?

স। বাঃ, বৌদি হবেন কেন? ও ত সেই ক্ষেপাটে ঝি—

ন। ওঃ, তাও ত বটে। আচ্ছা, ঐ ক্ষেপাটে ঝি যখন বন্ধু ফন্দু মানচে না—তখন আমি একজন ভদ্র মহিলা হয়ে ওই কুকুর ফুকুর মান্‌বো? না! আমি বাড়ীর ভিতর যাবোই।

(সমীরের হাত ছিনিয়ে পর্দ্দার দিকে অগ্রসর হলেন)

স। (নমিতার হাত ধরে) ছিঃ নমিতা, না-ই থাক্ কুকুর—যখন গিরিজাবাবুর ইচ্ছে নয় তুমি বাড়ীর ভিতর যাও—

ন। তখন যাবো না? বেশ, যাবো না। কিন্তু কেন ইচ্ছে নয়? কিছু বুঝ্‌চো?

স। না।

ন। আচ্ছা, বুঝবে এর পর। অন্ততঃ না বুঝিয়ে দিয়ে আজ যাচ্ছি না।

৩য় দৃশ্য

অন্তঃপুরের কক্ষ।

গিরিজা ও রঙ্গিণী। কিছুদূরে বসে টেঁপারি কাজলকে
তার প্রাইজের পুতুল দেখাচ্চে।

গি। দেখো বন্ধু ফন্দু না মানো, আমাকেই একটু মানো। আমি যখন বল্‌চি—

র। থাক্ থাক্—আর স্বামীগিরি ফলাতে হবে না—

গি। আহাহা! তবু চেঁচাচ্চো! কি মনে কর্ব্বে তারা?

র। কি মনে কর্ব্বে তা আমি কি জানি? এনেছ কেন নেমন্তন্ন করে?

গি। ঝকমারি করেছি—এখন চুপ করবে না, না?

র। বটে! আবার চোখ রাঙানো! ও বেলার কথা মনে নেই?

গি। আঃ—দোহাই তোমার—এখন বল্‌ছি থামো।

র। কেন, না থাম্‌লে কি কর্ব্বে? মার্ব্বে না কি? দেখোই না একবার গায়ে হাত দিয়ে—দেখোই না।

(গাছকোমর বাঁধলেন)

টে। ও কাজলদি,—মা'র চোক দেখো—বাবাকে মারবে না তো?

কা। না দিদি, ভয় কি।

র। এসো একবার, তোমার মর্দ্দানি ভাঙি—

গি। (স্বগতঃ) এ যে ক্রমেই বেড়ে চল্‌লো—একশিশি ক্লোরো-ফরমও ত নেই, যে নাকে দিয়ে চেপে ধরি। (প্রকাশ্যে) দেখো এ আমার বাড়ী, চেঁচাতে হয় তো বাইরে গিয়ে চেঁচাও।

র। কী!—বাইরে গিয়ে—এত বড় কথা—তুমি বল্লে—আমাকে! আচ্ছা চল্লুম বাইরে—আমার বাপ মা না থাক্ এখনো বোন্ আছে। এক্ষুণি যাবো। (জান্‌লা দিয়ে উঁকি মেরে) ঐ একখানা ভাড়াটে গাড়ী - যা ত কাজল, ভাড়া কর্ গিয়ে।

কা। কোথায় মা? কপালীটোলায়।

র। নয় ত কি গরাণহাটায়।

[কাজলের প্রস্থান।

র। এই এক কাপড়ে যাবো—ভাড়া পর্য্যন্ত নোব না—সে আমার বোনাই দেবে। সে তোমার মত ছোট লোক নয়।

গি। (স্বগতঃ) তুমি গিয়ে দুদিন থাকলেই ছোট লোক হয়ে উঠ্‌বে।

র। আর বলে দিচ্চি শোনো, এই যা চল্লুম, চল্লুম। আর যদি জন্মে তোমার বাড়ী ঢুকি—ত আমার জন্মের—

গি। (স্বগতঃ) সে কাল বোঝা যাবে—এখন আজকে বেরোলে যে বাঁচি—

র। যদি পায়ের উপর গিয়ে মাথা কোটো, তবু—ফিরবো না।

গি। (স্বগতঃ) আঃ এমন সুমতি যেন বেশী না হোক্—ঘণ্টা খানেকও থাকে—কিন্তু না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

(কাজলের প্রবেশ)

কা। দেড় টাকা নেবে মা।

র। নেয় নেবে, তোর ত আর নেবে না—আয় টেঁপি।

(টেঁপারি ছুটে গিয়ে গিরিজাকে জড়িয়ে ধরলে)

গি। যা না—তোদের ত এখন দু হপ্তা ছুটী। মাসীর বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আস্‌বি।

র। এঃ, বাপসোহাগী! আয় বলচি।

টেঁ। (ছুটে গিয়ে কাজলকে জড়িয়ে ধরে) আমি যাবো না কাজলদি।

কা। কেন, বেশ তো। মাসীর বাড়ীতে যাবে—কত কি খাবে, কত কি দেখ্‌বে।

টে । তা ত দেখবো, কিন্তু মা যে বল্‌চে আর আসবে না ।

কা । আস্‌বেন বৈ কি । কালই আসবেন ।

টে । যদি না আসে ?

কা । না আসেন ত আমি গিয়ে তোমায় নিয়ে আসবো ।

টে । ঠিক বল্‌চো ?

কা । হ্যাঁ দিদি ।

র । কি বিড় বিড় করছিস্‌ ? একবার এর সঙ্গে একবার ওর সঙ্গে ? আমার চেয়ে বড় ওরা ? তবে থাক্‌ তুই নেমক-হারামের মেয়ে—

[হন্‌ হন্‌ করে প্রস্থান ।

টে । যাচ্ছি, মা যাচ্ছি । (কাজলের প্রতি) কাজলদি আমার পুতুলটা দেখো ।

[দৌড়ে প্রস্থান ।

গি । (স্বগতঃ) আঃ—নিশ্চিন্দি । ভগবান আছেন—এখন বৈঠকখানা দিয়ে না বেরোয় । নাঃ, ঐ যে খিড়কী দিয়েই বেরোচ্চে । আর টেঁপা সঙ্গে গেল না ভালই হলো । নৈলে ছেলে মানুষ তো—তাদের সামনে গিয়ে কখন্‌ কি বলে ফেল্‌তো কে জানে ?—কিন্তু মাংসের হাঁড়িটা কোথায় গেল ! ফেলে দিলে নাকি ?

(চারপাশে খুঁজতে লাগলেন)

ক । কি খুঁজচেন বাবা ? মাংসের হাঁড়ি বুঝি ?

গি । হ্যা হ্যা, ঠিক ধরেছিস্‌ ।

কা। সে ওই ও-ঘরে আছে, মা সিকের তুলে রেখেছেন।

গি। তাই নাকি ? তা এক কাজ কর্—সেইটে পেড়ে আন্।—এনে—

কা। দু'খানা ডিসে করে সাজিয়ে দোব ত ?

গি। এ্যাই, এ্যাই বাঃ!—আর দেখ্— কি থাক্।

কা। থাক্‌বে কেন বাবা ? তাঁরা যখন হোটেলের মাংস খান্—তখন আমি লুচি ভাজলে কি দোষ হবে ?

গি। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। কেবল তোর একটু কষ্ট—

[কাজল প্রস্থানোদ্যত।

গি। ওকি—রাগ করলি নাকি ? তোরা যদি সকলেই রাগ করবি—

কা। আপনি যান্, আমি সব তৈরী করে দিয়ে আসবো'খন।

গি। বেশী দেরী হবে না ত ?

কা। না, এই লুচিকখান ভেজে—আর মাংসটাকে একটু তাতিয়ে—

গি। তাতিয়ে ?

কা। হ্যাঁ, জুড়িয়ে গেছে যে। আপনি ত বলেচেন রান্না হচ্চে।

গি। হ্ঁ্যা হ্যাঁ, তুই জান্‌লি কি করে ?

কা। সে আমি বুঝেছি।

গি। কি করি বল্ ? মিথ্যে না বলে ত উপায় নেই—তারা কোত্থেকে শুনেছে যে, উনি এমন চমৎকার রাঁধেন যে একেবারে অমৃত—

কা। আর আপনিও তাতে না বল্‌তে পারেননি ?

গি। পারি কখনো ? সেই জন্যই ত পয়লা নম্বরের হোটেল থেকে—

কা। তা বেশ করেচেন—এখন মাকে না তাঁরা দেখ্‌তে চান্‌।

গি। সে কি আর চায়নি ? কোন রকমে কাটিয়ে দিয়েছি। নৈলে কি হতো বল্ দিকিন্—তারা শুনেচে যে উনি যেমন গাইতে পারেন, তেম্‌নি কথাবর্ত্তায়—তেম্‌নি স্বভাবচরিত্রে—অর্থাৎ যেমন ঠাণ্ডা, তেম্‌নি নরম, তেম্‌নি মিষ্টি—

কা। তবে ত মুস্কিল বাবা। তাঁরা যদি আবার একদিন আসেন।

গি। (স্বগতঃ) ঠিক বলেচ। আজ না হয় কুকুর আর শুদ্ধাচার দিয়ে কাটালুম, সে দিন সাম্‌লাবো কি করে ?—সে দিন হয় তো সে-ও আরো চেঁচাবে, তারাও না দেখে ছাড়বে না। তাই ত! আজ তবু একটা সুবিধের দিন ছিল বাড়ীতে নেই—আজ যদি কোন রকমে লেঠা চুকিয়ে দিতে পারতুম্—হয়েচে, (প্রকাশ্যে) দেখ্‌ কাজল—

কা। বাবা!

গি। তুই—তুই—আজ তোকে আমার মান রাখ্‌তে হবে।

কা। ওকি কথা বাবা ? বলুন কি করতে হবে।

গি। বল্‌চি—কিন্তু তোকে করতেই হবে—নৈলে আমার মাথা কাটা যাবে।

কা। আপনি কিছু ভাববেন না—বলুন্।

গি। বল্‌বো? এই—এই, দেখ্‌ মা, তোকে আমার—তোকে আমার—এই—এই, একটু রঙ্গিণী হতে হবে। অর্থাৎ তোর মা ঠাকুরুণের বদলে—এই—এই, যতক্ষণ ওরা থাকে—

(কাজল জিভ্‌ কেটে মাথা নীচু করলে। তার মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠলো)

কথা বল্‌ছিস্‌ না যে? তুই যদি তা না হোস আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো। বল্‌, শীগগির বল্‌—এই একমাত্র পথ। বল্‌, বল্‌, আর সময় নেই। তবু চুপ করে থাকে—বল্‌ না।

কা। (মৃদুস্বরে) আচ্ছা—

গি। আঃ বাঁচালি, আমি চল্লুম। তুই খাবার তৈরী করে যত শীগ্‌গির পারিস্‌ আয়।

[প্রস্থানোদ্যত।

কা। (নথ খুঁটতে খুঁটতে) কিন্তু বাবা—

গি। এ্যাঁ—কি বল্‌ছিস্‌?

কা। আমি কি করে—?

গি। সে আবার কি?—এই যে বল্লি 'আচ্ছা'!

কা। আমি ত গয়না, সাড়ী—

গি। ওঃ, তাও ত বটে। আচ্ছা, এক কাজ কর্‌। গিন্নীর বাক্স খুলে—কি, চাবী নেই বুঝি?—আচ্ছা ভেঙ্গে—

কা। আমি পার্ব্বো না বাবা—

গি। আচ্ছা, আমিই এনে দিচ্ছি।

কা। ও আমি পরতে পার্ব্বো না।

গি। পরতে পার্ব্বি না? তাইত! তাহলে উপায়?—আচ্ছা, কাজ নেই—তুই এম্‌নিই যাস্‌—

কা। সে কি হয় বাবা?

গি। হয়, হয়, খুব হয়—আমি যে করে পারি মানিয়ে নোব—

কা। পার্ব্বেন?

গি। পার্ব্বো না ত ওকালতি করি কি জন্যে?—ঘোড়া হলে কখনো চাবুকের জন্যে আটকায়?—চল্লুম।

[প্রস্থান।

কা। যে বিপদে পড়েচেন, বুঝেছি। কিন্তু আমারো বিপদ। তা হোক্‌—অভিনয় বৈ ত নয়। ওঁর মুখ রাখতেই হবে। (উপর দিকে চেয়ে) দোষ নিও না প্রভু

[প্রস্থান।

৪র্থ দৃশ্য

বৈঠকখানা ঘর

সমীর ও নমিতা মুখোমুখি হয়ে বসে আছেন।

স। এই কথা? তুমি বড় সন্দিগ্ধ।

ন। কি করবো? ওটা আমাদের জাতের ধর্ম।

স। জাতের বোল না। দু এক জনকে বাদ দিয়ো—

ন। হ্যাঁ—তোমার বৌদিদিকে বাদ্ দিয়েছি, কিন্তু—যদি আমার সন্দেহ সত্য হয়—?

স। কথখনো না। কি জন্যে গিরিজাবাবু মিথ্যা কথা বলবেন? আর একদিন দুদিন নয়, বরাবর?

ন। কি জন্যে? ঐটেই মজা। মানুষ যা চায় তার উল্টোটাই যদি পায় তাহলে কি করে? যা নয় তাই মনে মনে গড়ে নিয়ে মনের দুঃখ মেটায়। সেটা তার ভাবতেও সুখ—লোকের কাছে বলতেও সুখ।

স। থাক্—থাক্—তুমি যে মনোবিজ্ঞানের জটিল রহস্য এনে ফেললে। কিন্তু এই বলে দিচ্ছি শোনো, তুমি যা মনে মনে গড়ে নিয়েছ সেইটেই মিথ্যে।

ন। তা হবে। দেখাই যাক্।

(একটা কমণ্ডলু নিয়ে গিরিজার প্রবেশ)

গি। (কমণ্ডলুর জল ঘরের চতুর্দ্দিকে ছিটিয়ে) আসবেন—রাজী হয়েচেন। বল্লেন—সে কি কথা? তাঁরা এসেচেন আর যাবো না? গঙ্গাজল ছিটিয়ে দাওগে—

ন। (চমকে উঠে স্বগতঃ) কি রকম হলো!

স। (জনান্তিকে নমিতার প্রতি) কেমন? (গিরিজার প্রতি) এখন তবে বলি গিরিজাবাবু, তিনি আসবেন না শুনে নমিতা যা মুসড়ে পড়েছিল—

গি। হ্যাঃ হ্যাঃ—আর তিনিও মুসড়ে পড়তেন, যদি না দেখা করতে পারতেন। (কমণ্ডলু নাবিয়ে রাখলেন)

ন। আপনার সে ক্ষেপাটে ঝি কি করচে? তার ত গলা অনেকক্ষণ শুনতে পাচ্ছিনা—

গি। সে ঘুমিয়ে পড়েচে।

ন। কাপড় সিদ্ধ কর্‌চে না?

গি। কর্‌চে বৈ কি। সে ঘুমোয় আর কাজ করে—নৈলে পাগল বলেচে কেন।

ন। দিদি তাহলে এখনই আসবেন?

গি। হ্যাঁ—এই আসেন আর কি! খানকয়েক লুচি ভাজচেন বৈ ত নয়।

ন। উনুন যে বলেছিলেন দুটোই জোড়া?

গি। এঁ্যা—উনুন! হ্যাঁ, তা ত জোড়াই। ষ্টোভ নিয়ে বসেচেন ষ্টোভ ধরিয়ে দিয়ে আস্‌চি বলেই ত এত দেরী হয়ে গেল। —ঐ যে এসেচেন—এসো, এসো।

(দুহাতে দুখানি থালা নিয়ে কাজলের প্রবেশ)

ন। (বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বগতঃ) এই স্ত্রী! থান পরা।

গি। ঐ খানেই মেঝের উপর রাখো—ওঁদের সামনে।

(কাজল থালা নাবিয়ে রাখলে)

জল আনোনি বুঝি?

কা। আন্‌চি। [প্রস্থানোদ্যত।

স। দাঁড়ান্ বৌদি, প্রণাম্‌টা করি।

(পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলেন। কাজল সংকুচিত ভাবে পা সরিয়ে নিলে)

গি। পায়ে হাত দিতে দেন্ না—বলেন সকলের মধ্যেই ভগবান আছেন।

ন। (স্বগতঃ) নিশ্চয় ঝি।

স। তা ত বটেই, তবে ওঁর মধ্যে যে পরিমাণে আছেন, আমাদের মধ্যে ত আর সে পরিমাণে—

ন। তুমি পরপুরুষ নও?

গি। হাঃ হাঃ মিসেস্ রায়—সেও একটা কথা—(কাজলের প্রতি) এই এঁরাই হচ্চেন আমার সেই বন্ধু—ইনি ডাক্তার সমীরবাবু—আমার ছোট ভাই-এর মতন, আর ইনি তাঁর স্ত্রী।

ন। আমি এই দূর থেকেই নমস্কার করি। কেননা আপনাকে ছোঁবার যোগ্যতা এখনো আমার হয়নি।

স। ছিঃ নমিতা, নমস্কার বলে কি, প্রণাম বল্‌তে হয়।

ন। বাঃ কেন? দেবদেবীকে ত নমো নমঃ বলেই পূজা করে।

গি। হাঃ হাঃ—বলেচেন মন্দ নয়। (কাজলের প্রতি) তা তুমি —এঁদের, সামনে আর ঘোমটা কেন?—খুলে ফেলো। হ্যাঁ—আমি বল্‌চি—ওঃ এঁটো হাত! আচ্ছা আমিই খুলে দিচ্চি।

(কাজলের ঘোমটা খুলে দিলেন)

ন। (স্বগতঃ) সুন্দর বটে! তবে কি আমারি ভুল? নাঃ, থানপরা যে।

স। দেখুন বৌদি, আপনার গুণের কথা শুনেই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।

গি। (কাজলের প্রতি) বলো, কথা বলো। কি? আগে জল নিয়ে আসবে? আচ্ছা নিয়ে এসো।

[কাজলের প্রস্থান।

ন। আচ্ছা গিরিজাবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? আপনি তো এখনো বেঁচে আছেন, কিন্তু আপনার স্ত্রী—

গি। ওঃ বুঝেছি।—দেখুন, ওর একটা কারণ আছে—একটা বিশেষ কারণ।

স। (জনান্তিকে) কি—কি—নমিতা?

ন। (জনান্তিকে) দেখলে না? থান পরা—গায়ে গয়না নেই—মাথায় – সিঁদুর নেই, পায়ে আলতা নেই।

স। (জনান্তিকে) ঠিক বলেছ—এতক্ষণ খেয়াল করিনি।—(প্রকাশ্যে) তাইতো গিরিজাবাবু—এর মানে কি?

গি। এর মানে? এর মানে আর কিছুই নয়, এর মানে হচ্চে—ওর নাম কি—উনি, উনি—ওঁর একটা ধারণা আছে—খুব অদ্ভুত ধারণা যদিও—অর্থাৎ অসাধারণ—

স। ওঁর ধারণা ত অসাধারণ হবেই।

গি। হ্যাঁ, উনি মনে করেন—মনে করেন নাঃ, সে আর কি শুনবেন?

স। ন, না, আপনাকে বল্‌তেই হবে।

গি। মনে করেন যে সধবা স্ত্রীলোকের ও সব কিছুই দরকার নেই। কেননা স্বামীই হচ্চে তাদের অলঙ্কার—স্বামীই পাড়, স্বামীই সিঁদুর, স্বামীই আলতা।

স। বাঃ বাঃ, স্বামীই আলতা। দেখুন, অনেকটা এই রকম ধারণা, কাদের যেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, মাদ্রাজীদের মধ্যে আছে। তাদের সধবারা ঘোমটা দেয় না, বিধবারা দেয়—বলে, সধবাদের ত স্বামীই মাথার ছত্র।

গি। এ্যাই, এ্যাই—আমি ওটা জানতুম না। জান্‌লে আরো ধাঁ করেই—

(দু গ্লাস জল নিয়ে কাজলের প্রবেশ)

এই যে এনেচো, দাও। (কাজলের হাত থেকে গ্লাস নেবার সময় তার কানে কানে) এবারে দুচারটে কথা বলিস্—লক্ষ্মী মা আমার। (গ্লাস দুটীকে থালার পাশে রেখে) উনি বল্‌চেন, আপনারা এখনো হাতগুটিয়ে বসে আছেন কেন ?

স। দেখুন বৌদি, আমরা বুঝতে পারচিনা যে কোন্‌টা আগে উপভোগ করবো, আপনার মুখের কথা, না আপনার হাতের খাবার—

গি। বলো, বলো, ওঁদের সঙ্গে কথা বলো (নিম্নস্বরে) বল্——বল্ নৈলে আমাকে ভারি—বুঝতে তো পারছিস্—

কা। (দু একবার ঢোক গিলে নিয়ে) সম্—সম্—সমীর বাবু, আপনি ওঁকে দাদার মত দেখেন, সুতরাং আপনি তো আমার প্রশংসা করবেনই—নতুবা আমার এমন কোনই গুণ নেই যে আপনাদের কান কিংবা মুখ, দুটোর একটাকেও পরিতৃপ্ত করিতে পারি।

স। (জনান্তিকে নমিতার প্রতি) কথার বাঁধন দেখেচো? উচ্চশিক্ষিতা।

ন। (জনান্তিকে সমীরের প্রতি) তাই ভাবচি। (স্বগত:) আমারই ভুল হয়েছিল।

গি। (সপ্রফুল্ল বিস্ময়ে স্বগত:) বা রে কাজল, তোর মধ্যে এত ছিল! (সমীরের প্রতি) দেখুন মি: রায়, আমার স্ত্রী— কখনো কারো সঙ্গে কথা বলেননি তো—নৈলে আরো—

স। আরো কি বল্‌চেন? যা শুন্‌লুম, আহা!—বৌদি, খাওয়া পরে হবে এখন, কেননা জিভ হচ্ছে একটা স্থূল ইন্দ্রিয়, আগে আপনার কথা শুনে—কি বল নমিতা?

ন। হ্যাঁ, আগে অন্তরেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করি। আচ্ছা দিদি, আপনি কি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা? এক ঘণ্টার মধ্যে কি করে মাংস রেঁধে ফেল্‌লেন?

কা। আপনি যখন আমাকে দিদি বলে ডাকলেন, তখন আমিও ছোট বোনের মত আপনার সঙ্গে কথা বল্‌বো, তাতে কিছু মনে কর্ব্বেন না। দেখো ভাই, এক ঘণ্টায় মাংস রাঁধলে যদি অন্নপূর্ণা হওয়া যায়, তাহলে আমি কালই তোমায় অন্নপূর্ণা করে দোব। ও হচ্ছে সামান্য একটু কৌশল— একটু আঁচ, আর একটু মসলা—কিন্তু এ কথা এখন থাক্—কেননা, এ কথা আমাদের পক্ষে যতই প্রিয় হোক্ ওঁদের পক্ষে মোটেই—

স। না, না, মোটেই অপ্রিয় হচ্চে না—

গি। (সোৎফুল্লস্বরে স্বগতঃ) বেশ চালাচ্চে—বাঃ। আমি জানি ও ছেঁড়া নেকড়ায় বাঁধা দাদকিনি চাল। (কাজলের প্রতি) এই দেখো—ওঁদের ভারি ইচ্ছে ছিল তোমার একখানা গান শোনেন—তা আজ তার তোমায় কষ্ট দোবনা, তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ।

কা। না, কিচ্ছু না। ওঁদের জন্যে খাবার তৈরী করতে কষ্টের চেয়ে আনন্দই হয়েচে বেশী।

স। তা যদি বল্লেন বৌদি, তা হলে আর একটু আনন্দও—আপনাকে পেতে হচ্চে।

ন। আর তাতে আমাদের আনন্দ হবে শতগুণ বেশী।

গি। (স্বগতঃ) এই সেরেচে। গান কি ও জানে? (নমিতার প্রতি) দেখুন মিসেস্ রায়,—আজ আবার হার্মোনিয়মটা নেই—সারতে দিয়েছি।

ন। তাই নাকি? এ!

গি। কি করবো বলুন? ওঁর এমনি সুরেলা কান যে সেদিন মিলারএর বাড়ী থেকে কিনে এনেছি—আর কাল বল্লেন কি না রীড্‌গুলো বেসুরো বল্‌চে। (কাজলের প্রতি) আচ্ছা থাক্—তুমি কথাবার্ত্তাই—

কা। কিন্তু ওঁদের এতখানি ইচ্ছাকে ত অপূর্ণ রাখতেও ইচ্ছা করচে না—

গি। (স্বগতঃ) করে কি!—ইচ্ছে করে ফেসাদে জড়ায় যে।

কা। আচ্ছা, খালি গলায় গাইলে কি আপনাদের আপত্তি হবে?

স। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—সে ত আরো ভাল—কোকিল খালি গলাতেই গায়—

গি। (স্বগতঃ) মজালে দেখ্‌চি। হয় ত একটু আধটু জানে—কিন্তু নমিতার চেয়ে কি আর পার্ব্বে?

কা। আমায় কোকিলের সঙ্গে তুলনা করে কেন লজ্জা দিচ্চেন—কোকিলের সঙ্গে যদি আমার কিছু মেলে ত সে চেহারা—

ন। সে মেলাটাও নিন্দার নয় দিদি। কেননা চেহারা মানে শুধু রং নয়, সৌষ্ঠব, লাবণ্য, স্বাস্থ্য—কোকিলের তা যথেষ্ট আছে।

কা। দাঁড়কাকের তা আরো যথেষ্ট আছে, কিন্তু রং এম্‌নি জিনিষ যে লোকে বরং বক পোষে তবু দাঁড়াকাক পোষে না।

স। হয়েচে নমিতা, হয়েচে? ওঁর সঙ্গে লাগতে অর্থাৎ কথা কাটতে চাও তুমি?

ন। কাট্‌লুমই বা। ওঁর কাছে হারলে মাথা কাটা যাবে না। তা দিদি—আপনাকে যখন গিরিজাবাবু পুষেচেন—তখন আপনি নিশ্চয়ই দাঁড়কাক ন'ন—কোকিল। সুতরাং কোকিলের সঙ্গে শুধু চেহারায় কেন গলাতেও আপনার মিল আছে। এখন সেই মিলের পরিচয়টা যদি দয়া করে দেন।

কা। দিতে ভয় করচে বোন্! হয় ত সে মিল এককালে ছিল। আমার জীবনের বসন্ত যে অনেক কাল হল কেটে গেছে! তবে এ অকালের ঋতুতেও তুমি আজ ক্ষণিকের জন্যে

বসন্তের হাওয়া বইয়ে দিয়েছ—তাই সাবেক সাহসে ভর করে আবার না হয় একটু গলার পরিচয় দিই—

স। পাচ্চো নমিতা, টের পাচ্চো ?

গি। (স্বগতঃ) কাকে ঝি বলে বাড়ীতে রেখেচি। এ যে দেখ্‌চি আমায় পড়াতে পারে—

কা। তাহলে আমি গাই—আপনারা খেতে খেতে শুনুন।

স। না বৌদি, খাওয়া আর একটু পরে। দুটো মিষ্টি জিনিষ এক সঙ্গে চল্‌লে কোনটারই স্বাদ পাবো না—

কা। (ঈষৎ হেসে)—

(গান)

আমি গাইতে গিয়ে গান যে ভুলে যাই,
তবু, আপন ব্যথার সুর বিনিয়ে—
আপন মনে গাই।
ওই যে উদার ভোরের আকাশ
গাইচে আলোর গান,
ঢেউ লেগে তার গাছের পাতায়
চম্‌কে ওঠে প্রাণ,
কাঁপিয়ে হাওয়া, জলের কিনার—
তার টানে কার মরম-বীণার
হারিয়ে ভাষা অম্‌নি ভাবেই
গাইতে আমি চাই।

স। এ কী গান! এ ভোরের আকাশের আলোর কম্পনই বটে। এ জলের বুকে হাওয়ার জলতরঙ্গ! নমিতা আর তোমার গান আমার ভাল লাগবে না।

ন। (লজ্জারক্তমুখে) আঃ বাঁচলুম—হার্মোনিয়মটা বেচে ফেলে একজোড়া ব্রেসলেট গড়াবো। দিদি, আজ যা আপনি আমার উপকার করলেন—

গি। হ্যাঁ, মান রেখেচে বটে। (প্রকাশ্যে) দেখো গাইলেই যদি ত আর একখানা গাও।

স। হাঁ,—যখন সুধাবৃষ্টিই হলো—তখন আর এক পসলাও—

ন। কিন্তু আমি বলছি দিদি আর এক ফোঁটাও নয়—দাম কমে যাবে।

কা। তুমি ভুল করচো বোন্—এ তোমার গান নয়। এর দামই নেই, তা কমবে কি।

বিশ্বাস না হয়, আবার শোনো—

(গান)

কে গো তুমি, কে গো তুমি, কে গো তুমি হায়
মুছিয়ে দিলে মরুর উপর তাপের বেদনায়।
কোন্ বিদেশের মেঘ গো তুমি,
অঝুর জলধার—
ঝরিয়ে দিলে বুক নিঙাড়ি—
পিতার স্নেহভার;

সবুজ তৃণ বিছিয়ে দিলে—

উষর বালুকায়—

(নেপথ্যে রঙ্গিণী। এরা সব গেল কোথায়? বাড়ী যে খাঁ খাঁ করচে—যেন ভূতের বাড়ী।)

গি। (চমকিত হয়ে) আমি আস্‌চি।

স। কেন, কেন, ও আপনার সেই ঝিটা—

গি। হ্যাঁ, ঝিটাই বটে, কিন্তু—আস্‌চি।

[প্রস্থানোদ্যত।

স। (কাজলের প্রতি) আপনি থাম্‌লেন যে ?

কা। না, এই গাচ্ছি—

গি। (হঠাৎ ফিরে) এখন গাইবে ? আমার যে শোনা হবে না।

কা। তুমি ত অনেক শুনেছ—

(গান)

কে গো তুমি কে—

(কাশতে লাগ্‌লেন)

স। বিষম লাগলো নাকি ?

কা। বড্ড—

স। তবে থাক্—

গি। হ্যাঁ হ্যাঁ—ওঁর বিষম বড় ভয়ঙ্কর, একদিন বিষমের উপর গাইতে গিয়ে, একেবারে দম আট্‌কে যান্ আর কি—

ন। (স্বগতঃ) এ যে আবার সন্দেহ জাগিয়ে তুল্‌লে—

(নেপথ্যে রঙ্গিণী। ওরে ও কাজল, ও লক্ষ্মীছাড়ী, ও পাড়াবেড়ানী, তুই গেলি কোথায় ?)

গি। নাঃ, ঝি-টা আজ বড্ড বেশী—

[প্রস্থানোদ্যত।

ন। আচ্ছা গিরিজাবাবু, আপনার ঝি র নামই না কাজল ?

গি। হ্যাঁ, কিন্তু ওই এক আশ্চর্য্য ধরণের পাগল। নিজেকেই নিজে ডাকচে—নিজেকেই নিজে খুঁজচে।

স। ও-রকম পাগল আছে—পড়েছি—

গি। পড়েচেন ত ? এখন দেখুন—আসচি।

[গিরিজার প্রস্থান।

ন। (স্বগতঃ) তাই ত বলি—আমি ভুল করবো ? কিন্তু উকীলের ঝি বটে।

কা। তাহলে (কাশি) আপনার এইবার—(কাশি)

স। জলযোগ ? কাজেই। বসো নমিতা।

ন। (স্বগতঃ) যেমন লেখাপড়া, তেমনি কথাবার্ত্তা, তেমনি বুদ্ধি। শ্রদ্ধা হয়।

কা। কি ভাবচো বোন ?

ন। ভাবচি, কি মুস্কিলেই আপনাদের ফেলেছি—

কা। মুস্কিল! (স্বগতঃ) সন্দেহ করেচে নাকি ? (প্রকাশ্যে) কিসের মুস্কিল ?

ন। এই আমাদের ভাল সামলানোর।

কা। (স্বগতঃ) সন্দেহই করেচে। এখন ধরা না পড়ি,

তাড়াতাড়ি বিদেয় করতে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) এর মধ্যে আর তাল-বেতাল কি ভাই?—তোমরা ত আর থাকতে এসোনি—নাও বসো।

স। হ্যাঁ—আর দেরী করলে বৌদির রান্নার অপমান করা হবে। (সমীর খেতে লাগলেন)

কা। তার মানেই বুঝতে পারচো ত? ওঁর তাড়াতাড়ি আছে।

স। বসো নমিতা বসো। (নমিতা খেতে লাগলেন)

কা। (সমীরের প্রতি) আমি শুনেছি, সমীরবাবু আপনার মস্ত পসার, আপনার হাতে অনেক রুগীর প্রাণ নির্ভর করে। আপনাকে এখনই কোথাও যেতে হবে—না?

স। হ্যাঁ, তা গেলেও হয়।

কা। আপনার অনেক ক্ষতি করে দিলুম?

ন। (হেসে) ও-রকম ক্ষতি এক আধদিন হয়।

কা। হওয়া ঠিক নয় ভাই। ওঁর ক্ষতি হলেও না হয় ধরতুম না, কিন্তু এ যে দশের ক্ষতি।

স। নমিতা একটু হাত চালিয়ে খাও না।

ন। হ্যাঁ, হাত চালিয়ে খাই, আর দিদির মতন বিষম লাগুক্।

স। এমন রান্নায় কখনো বিষম লাগে?

কা। কিন্তু তেমন ভালো হয়নি—তাড়াতাড়ি রেঁধেছি—

স। না, না, এর চেয়ে ভালো আর হতে পারে না।

ন। ঠিক ফার্ষ্ট ক্লাস হোটেলের মতন।

স। কি বলচো নমিতা? হোটেলের বাবার সাধ্যি আছে—

(নেপথ্যে রঙ্গিণী। কাজের নামে খোঁজ নেই—পাড়া বেড়ানো—আসুক একবার।)

কা। আচ্ছা, আপনারা খান্—আমি আস্‌চি।

ন। (হেসে) না দিদি, তুমি গেলে আমি এই হাত গুটোলুম।

কা। আচ্ছা, যাচ্ছি না, খাও। (স্বগতঃ) একবার দেখা দিয়ে আসতে পারলেও যে হতো। বাবা কি পার্ব্বেন ঠাণ্ডা করতে।

৫ম—দৃশ্য

অন্তঃপুরের কক্ষ

গিরিজা, রঙ্গিণী ও টেঁপারি।

র। আবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে? আমার খুসী আমি এসেছি।

গি। কিন্তু—কিন্তু—যখন যাত্রা করে বেরিয়েছিলে—আর টেঁপাও কখনো মাসীর বাড়ী যায় নি—

টেঁ। হ্যাঁ কখ্‌খনো যাই নি—

গি। বলতো আবার একখানা গাড়ী ডেকে—

টেঁ। হ্যাঁ—বাবা, হ্যাঁ—

র। চুপ্, কর্ খুঁইকি-ফোড়ন, বিষকুম্ভি। কেন? আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচো যে। খালি, কি বজ্জাতি মতলব!—খালী গেল কোথায়?

গি। এই কাছেই কোথাও গিয়েচে।

র। কাছেই কোথাও! বেশ করেছি—এসেছি—অনেক বুঝেই এসেছি।

গি। আচ্ছা, আচ্ছা, চুপ্ করো।

র। কেন চুপ্ করবো? চোর নাকি? আমার বাড়ী আমি একশো বার আস্‌বো—একশো বার চেঁচাবো।

গি। (স্বগতঃ) যখন এসেচে চেঁচাবেই! চেঁচাক্—পাগলী ঝীতে চেঁচিয়েই থাকে—তবে এটুকুন ভরসা আছে—বাড়ীর মধ্যে যাই করুক, বৈঠকখানায় যাবে না।

[প্রস্থান)

র। সাধে এসেছি—অনেক ভেবে এসেছি। যে বয়েস—ও ত গন্‌গনে আংরা—বিশ্বাস কি? আর পুরুষ মানুষ ত কেরাসিন্—দপ্ করে উঠ্‌লেই হল—কিন্তু গেল কোথায়? বাড়ী ছেড়ে ত কোথাও নড়ে না—মিন্‌সে কোথাও লুকিয়ে রাখেনি ত? আমি সব খুঁজবো—ভাড়ার ঘর, কয়লার ঘর, চৌবাচ্চা, সব।

[প্রস্থান।

টে। মা কি যে বকে—কিছু বুঝতে পারি না।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বৈঠকখানা ঘর

সমীর, নমিতা ও কাজল।

স। (ঢেঁকুর তুলে) ওঠো, নমিতা ওঠো—

ন। গিরিজাবাবুকে বলে যাবে না? তিনি আসুন।

কা। তাঁর হয় তো আসতে একটু দেরী হবে। ঝিটাকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

(গিরিজার প্রবেশ)

ন। এই যে গিরিজাবাবু—ঝিটাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বুঝি?

কা। ঝিটাকে ঠাণ্ডা করতে পেরেছ ত?

গি। হ্যা, কতকটা—জানেন মিসেস্ রায়—পুরোণো ঝি তো—না হয় গ্রহের দোষে পাগলই হয়েচে—একটু তোয়াজ করতে হয়।

ন। কি তোয়াজ করছিলেন?

গি। এই মাথায় খানিকটা মধ্যম-নারাণ তেল জবজবে করে দিয়ে থাবড়ে দিচ্ছিলুম।

ন। (গিরিজার হাতের দিকে চেয়ে) কিন্তু আপনার হাত—

কা। ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়েছ ত?—নৈলে যে বিশ্রী গন্ধ, আমার নাড়ী পাকিয়ে ওঠে।

গি। তা আর জানি না। সেই জন্যেই ত এমন করে ধুয়েছি যে শুঁকে দেখ না—একটু গন্ধ পাবে না। বুঝেছেন মিষ্টার

রায়—সেদিন অর্দ্ধেক-রাত্রে আমার হাতটা পড়েচে ওঁর নাকের কাছে—ব্যস্—আর যায় কোথায়—ওয়াক্—ওয়াক্—সমস্ত বিছানা ভাসিয়ে দিলেন।

(রঙ্গিণীর প্রবেশ)

র। নেকার তুলচো কেন? তুমিও বুঝি হোটেলের মাংস খেয়েছ?—তোমার ডাল্ ভাত খাওয়া অভ্যাস—

(কাজল একটু কোণের দিকে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালো)

গি। এ্যাঁ—এ্যাঁ তুমি—তুই কেন? চল্ চল্—

(রঙ্গিণীকে বাহিরে নিয়ে যাবার চেষ্টা)

র। ওমা! ছোট লোকের মত তুইতোগারী কেন—ভদ্র লোকের সামনে। আমি কি সাধে ঢুকেছি—তোমার নেকারের শব্দ পেয়েই না—

গি। (রঙ্গিণীর চোখ টিপে ধরে) চলো—চল্ বল্—(নমিতার প্রতি) ঠাণ্ডা করে আসিগে।

(রঙ্গিণীকে ঠেলে নিয়ে চল্লেন)

র। উঃ—চোখ টেপা কেন? গেলে দেবে নাকি?—গেলে দিলে তোমার ভাত সেদ্ধ করবে কে?

গি। আঃ—ভবু বকে—(নমিতার প্রতি) অন্ধকারে থাকে ভাল—

ন। এই তাহলে আপনার সেই ক্ষেপাটে ঝি?

র। (এক ঝটকায় গিরিজার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে) এ্যাঁ, কি আমি?—ক্ষেপাটে ঝি? কে বল্লে?—(গিরিজার প্রতি)

এই মিনসে বুঝি?—তবে রে ড্যাকরা—তুমি ভদ্রলোকের সাম্‌নে আমার এমন হেনস্তা করো।

ন। যান্ গিরিজাবাবু—আর একটু ভাল করে মধ্যম নারায়ণ দিন্ গে।

র। কি! মধ্যম নারাণ! এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি দেখিয়ে দোব—কে কাকে মধ্যম নারাণ দেয়।

ন। আপনি ওকে নিয়ে যান—আমরা ততক্ষণ আপনার স্ত্রীর সঙ্গে—

র। স্ত্রী! কে স্ত্রী? ওমা, মাগী এখানে! বৌ-সাজা হয়েচে। ধন্যি—বেহায়া, ধন্যি বুকের পাটা,—আর তোমার এতদূর বাড়্? আমি জল্‌জ্যান্ত ঘরের মধ্যে থাক্‌তে—ওকে নিয়ে চলাচ্চো—মুখপোড়া, অলোপপেয়ে, যমের অরুচি!

ন। (সমীরের প্রতি নিম্ন স্বরে) বুঝচো?

কা। ওগো, শুন্‌চো—অমন ভ্যাবাচাকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে? যাও, জোর করে ধরে নিয়ে যাও।

গি। চল্ চল্—পাগলী—

(রঙ্গিণীকে ধরতে গেলেন)

র। (ঘরের কোণ থেকে একটা ঝাঁটা তুলে নিয়ে) আজ কুরুক্ষেত্র করবো—পিঠে দড়মা বুন্‌বো।

(গিরিজা পিছিয়ে সরে দাঁড়ালেন)

কা। পিছু্চ্চো কেন?—এক এক দিন তো এর চেয়েও বেশী খেলো। হারামজাদী—নচ্ছারী।

র। চুপ্ কর—তোকে আজ পা দিয়ে চট্কাবো।

স। (নমিতার প্রতি নিম্ন স্বরে) নিশ্চয় পাগ্‌লী ঝি। ভদ্রলোকের স্ত্রীর মুখ দিয়ে কথনো এ সব বেরোয়?

ন। (সমীরের প্রতি নিম্ন স্বরে) তাই ত!

র। (গিরিজার প্রতি) এসো না—আজ ঝেঁটিয়ে ভূত ঝাড়বো।

(গিরিজার দিকে ঝাঁটা তুলে ধরলেন—টেঁপারির প্রবেশ)।

টেঁ। ওমা, ওমা—বাবাকে মেয়োনা।

র। মারবে না আবার, মেরে পাট করে দোব।

টেঁ। কাজল দি—ও কাজল দি—মাকে ঠেকাও না।

র। কে ঠেকাবে? কার বাবার সাধ্যি আছে? ঐ বন্ধুরা পারে ঠেকাতে? পুলিস আসুক না, পুলিসকে শুদ্ধ্ মেরে পাট করে দোব।

(মাটিতে ঝাঁটা ঠুকতে লাগলেন)

টেঁ। ওমা! ওমা!—

র। সব হারামজাদী—

টেঁ। (গিরিজার কাছে দৌড়ে গিয়ে) বাবা, বাবা—পালাও।

[গিরিজার হাত ধরে দৌড়ে প্রস্থান।

র। পালাবে কোথায়? পালালে কি আর যমে ছাড়ে? আজ পাটকরবো।

(গিরিজার পশ্চাদ্ধাবন করলেন।)

ন। কি গো—এবার ?

স। তাইত !

[কাজল বেগে প্রস্থানোদ্যত

ন। (কাজলের হাত ধরে) দিদি, দিদি—আপনি যাবেন না। (সমীরের প্রতি) কি গো, ঐ রকম আমায় হতে হবে নাকি ? *

স। আমার খুব শিক্ষা হয়েচে নমিতা। আমার যে স্ত্রী আছে—সেই ভালো।

ন। না ভালো নয়। আমায় আরো ভাল হতে হবে। এতদিন পরে আমি আদর্শ পেয়েছি। তোমার বৌদি নয়—এই।

কা। আমায় ক্ষমা করবেন।

ন। ও কি দিদি ? আমি যে আপনার ছোট বোন্—বোন্‌কে একটু অভিনয় দেখিয়ে আবার লজ্জা কেন ? এ অভিনয়-শক্তি যদি আমার থাক্‌তো, আমি নিজেকে ধন্য মনে করতুম। ও কি, আপনি কাঁদচেন কেন ? এত ব্যথা পাবেন জান্‌লে আপনাকে ধরতুম না।

কা। আমি নিজের ব্যথায় কাঁদচি না বোন্।

ন। বুঝেছি। আপনি প্রভুর মান রাখতে পারেননি বলে কাঁদচেন। আপনার এত মহৎ প্রাণ! আপনি নিশ্চয় কোন বড় বংশের, কেন ব্রাহ্মণের, মেয়ে—বলুন হ্যাঁ কি না।

কা। যার দু-কূলে কেউ নেই—সে আর কোন্ মুখে তার বংশ-গৌরবের পরিচয় দেবে ?

ন। তাহলে ঠিকই ধরেছি। দিদি, তখন পায়ের ধুলো নিইনি, এখন দিন্।

(কাজলের পায়ের ধুলো নিলেম। কাজল নমিতার চিবুক চুম্বন করলেন)

স। বৌদি, আপনাকে আমি বৌদি বলেই ডাক্‌বো। মাঝে মাঝে গাড়ী পাঠিয়ে দোব আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবেন। এত বড় আদর্শ হতে নমিতা এই এক ঘণ্টায় আর কতটুকু শিখেচে—

(নেপথ্যে রঙ্গিণী! এবার মিন্‌সে, এবার)

(নেপথ্যে টেঁপারি। কাজলদি! ও কাজলদি!)

কা। ও বোন্—আমি আসি।

ন। যান্ যান্—রক্ষা করুন্ গে।

[কাজলের বেগে প্রস্থান।

স। আহা! ইনি যদি গিরিজাবাবুর স্ত্রী হতেন!

ন। সে দুঃখ বাড়ীতে গিয়ে কোরো—এখন পালাও।

স। কেন?

ন। কেন? ফিরে এসে আমাদের শুদ্ধ পাট করবে।

[সমীরের হাত ধরে নিয়ে প্রস্থান।

[সম্পূর্ণ]

অভিনয়কালীন, পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ও
পরিবর্জ্জন মার্জ্জনীয়।

প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি :—

গিরিজা—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ দে
সমীর— „ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কাজল—শ্রীমতী নীহারবালা
নমিতা— „ নবতারা
রঙ্গিণী— „ বেদানাবালা
টেঁপারি— , দুনিয়াবালা

* * * * *

অভিনয় সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ :—

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র, বি-এ
ম্যানেজার— „ রমেন্দ্রনাথ ঘোষ
অভিনয় শিক্ষক { „ কালীপ্রসাদ ঘোষ, বি-এস-সি
„ কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ দে }
সঙ্গীতাচার্য্য— „ কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক)
নৃত্য-শিক্ষক— „ সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়
হার্ম্মোনিয়ম বাদক „ শরচ্চন্দ্র পাল
বংশীবাদক— „ লালবিহারী ঘোষ
সঙ্গতী— „ ছুটবিহারী মিত্র
স্মারক— „ জ্ঞানরঞ্জন বসু
রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ— „ পরেশচন্দ্র বসু